জীবন-সংগ্রাম

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন-সংগ্রাম

সামাজিক নাটক

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

বাংলার নব-নাট্য-আন্দোলনের কর্ণধার

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

নিবেদন

"জীবন-সংগ্রাম" মঞ্চস্থ হবার সময় শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত ও শ্রীজহর গাঙ্গুলী আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই নাটকখানি সম্পর্কে আমি প্রথম থেকে প্রবীন নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অকৃত্রিম সহানুভূতি লাভ করেছি।

যাঁরা এই নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং যাঁরা এর সমালোচনা করেছেন,—সকলকেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই নাটকের প্রিয়বাবু কাব্যানুরাগী ব্যক্তি, তিনি যে কবিতাংশগুলি আবৃত্তি করেছেন, তার অধিকাংশই কবিগুরু-রচিত। বন্ধুবর অরূপ ভট্টাচার্য্য এই নাটকের গানগুলি রচনা করেছেন।

রঙমহলের সাধারণ কর্ম্মীবৃন্দের সহৃদয় সহযোগিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

১৭, তেলীপাড়া লেন, কলিকাতা,
১৪ই শ্রাবণ, ১৩৫৯

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ্‌মহলে

প্রথম অভিনয়

২৪শে জুন, ১৯৫২, সন্ধ্যা ৬॥টায়

সংগঠনকারিগণ

পরিচালক	...	শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত
প্রযোজক	...	শ্রীসুমোহন চট্টোপাধ্যায় (রিসিভার)
গীতকার	...	শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য্য
সুরশিল্পী	...	শ্রীদুর্গা সেন
নৃত্যশিল্পী	...	পিটার গোমেশ
মঞ্চশিল্পী	...	ঘোষ ষ্টুডিও
ব্যবস্থাপক	...	শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায়
তত্ত্বাবধায়ক	...	শ্রীমুকুন্দলাল চক্রবর্ত্তী
মঞ্চাধ্যক্ষ	...	শ্রীদেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়
আবহ-সঙ্গীত	...	রঙ্‌মহলের যন্ত্রীসঙ্ঘ
		[শ্রীসুবোধ মল্লিক (ছিট্টু)
		শ্রীশরদিন্দু ঘোষ (ত্রিগুণ)
		শ্রীক্ষীরোদ গাঙ্গুলী
		শ্রীকানাই দাস
		শ্রীবৃন্দাবন দে
		শ্রীবংশীধর রায় (বাসু)
		শ্রীবিশ্বনাথ কুণ্ডু
		শ্রীজীবন দাস]

সরঞ্জাম-সংগ্রাহক	...	শ্রীঅমূল্য নন্দী
স্মারক	...	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
"	...	শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
বেশকারী	...	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়
"	...	শ্রীবিভূতিভূষণ দাস
"	...	শ্রীকৃষ্ণ দাস
আলোকসম্পাতকারী		শ্রীশ্যামসুন্দর কর
"	...	শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত
"	...	শ্রীশক্তিপদ ঘোষ
"	...	শ্রীনন্দলাল দাস
মঞ্চমায়াকরগণ	...	শ্রীমনীন্দ্রনাথ দাস
"	...	শ্রীকালীপদ সোম
"	...	শ্রীকানাই দাস
"	...	শ্রীবাদল ঘোষ
"	...	শ্রীগৌরী কুর্ম্মী
"	...	শ্রীঅনাদি ঘোষ
রূপসজ্জাকর	...	মহবুব হোসেন
সহঃ মঞ্চ-ব্যবস্থাপক		শ্রীনীরেন মিত্র
প্রচারবিভাগে	...	শ্রীরবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
"	...	শ্রীকুলদা সেনগুপ্ত
লিপিকার	...	শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

প্রথম অভিনয়ের শিল্পীবৃন্দ

শিবনাথ	...	শ্রীজহর গাঙ্গুলী
প্রিয়বাবু	...	শ্রীকমল মিত্র
মনোতোষ	...	শ্রীভূপেন চক্রবর্ত্তী
গজানন সাধুখাঁ	...	শ্রীবিজয়কার্ত্তিক দাস
মিঃ রায়	...	শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায়
লক্ষ্মণ কাঞ্জিলাল	...	শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায় (এঃ)
ডাক্তারসাহেব	...	শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী
হারাধন	...	শ্রীমণি চক্রবর্ত্তী (মিনেবাবু)
ডাক্তার	...	শ্রীষষ্ঠী দে
দীপক	...	শ্রীনির্ম্মল ভট্টাচার্য্য
বিনু	...	শ্রীমান রূপকুমার
মণিবাবু	...	শ্রীমণি মুখোপাধ্যায়
মতি	...	শ্রীনিতাই রায়চৌধুরী
বেয়ারা	...	শ্রীনির্ম্মল গাঙ্গুলী
,,	...	শ্রীকানাই চক্রবর্ত্তী
ভ্রমণরত যুবক	...	শ্রীমলয় বর্ম্মণ
মিসেস দাস	...	শ্রীমতী প্রভা
মহামায়া	...	শ্রীমতী রাণীবালা
সুলতা	...	শ্রীমতী সাবিত্রী
মালতী	...	শ্রীমতী ঝর্ণা
পার্টি-দৃশ্যে নিমন্ত্রিতা		শ্রীমতী লীনা
,, সঙ্গীতে	...	শ্রীমতী গীতা
,, নৃত্যে	...	শ্রীমতী সান্ত্বনা
মিনু	...	কুমারী মঞ্জু

জীবন-সংগ্রাম

চরিত্রাবলী

—পুরুষ—

শিবনাথ	বৃদ্ধ অক্ষম ভদ্রলোক, মালতীর পিতা
দীপক	ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র, পলাতক রাজনৈতিক কর্ম্মী
বিনু	ঐ কনিষ্ঠপুত্র, কঠিন রোগগ্রস্ত
মনোতোষ	মালতীর সহকর্ম্মী ও পুর্ব্বপরিচিত বন্ধু
মিঃ রায় (সুবীর)	অভিজাত তরুণ, মালতীর অফিসার
প্রিয়বাবু	কাব্যানুরাগী সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ
ডাক্তারসাহেব	ঐ পুত্র
হারাধন	ঐ খাস চাকর
গজানন সাধুখাঁ	বিখ্যাত শিল্পপতি
মতি	ঐ ভৃত্য
লক্ষ্মণ কাঞ্জিলাল	শিবনাথের প্রতিবেশী হরিশবাবুর ম্যানেজার
মণিবাবু	জনৈক ব্যবসাদার

—স্ত্রী—

মহামায়া	শিবনাথের স্ত্রী
মালতী	ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা
মিনু	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা
সুলতা	প্রিয়বাবুর নাতনী
মিসেস দাস	অভিজাত সমাজের মহিলা

এছাড়া—ডাক্তার, বেয়ারা, ভ্রমণরত নরনারী, মিঃ রায়ের বন্ধুবান্ধবীরা।

জীবন-সংগ্রাম

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[অফিসে টাইপিষ্ট মালতীর ঘর। ঘরে দুইটি দরজা। একধারে টাইপ টেবিল, অপরদিকে ফাইল ইত্যাদি সমেত আরও একটি ছোট টেবিল ও দুইখানি চেয়ার। একখানি চেয়ারে দীপক বসিয়া আছে। মালতী টাইপ করিতে করিতে দীপকের সহিত কথা কহিতেছে। মালতীর বয়স ২১।২২, দীপকের ২৭।২৮]

মালতী—তুমি দাদা হঠাৎ চলে গেলে, বাবাকে নিয়ে সে কি মুস্কিল! এদিকে বিনুরও অসুখ বাড়লো!···তারপর ক'মাস কিভাবে যে কেটেছে···

দীপক—বাবা এখন একেবারে সেরে গেছেন তো রে?

মালতী—হ্যাঁ, সেরেছেন একরকম, তবে চোখটা গেছে, দেখতে পান না ভাল।

দীপক—তাহলে তো আর কাজকর্ম্ম করতে পারবেন না!···আর বিনু—

মালতী—বিনু সেই রকমই আছে, সারছে না কিছুতেই—

দীপক—হয়তো টাকা খরচ করলে সারতো,···হ্যাঁরে মালু, তোদের খুব কষ্ট যাচ্ছে তো?

মালতী—কষ্ট! তা গেছে প্রথম কিছুদিন। বাবার ষ্ট্রোক হল, তুমি পালালে, তুমি তো জানো, বাড়ীতে টাকাকড়ি কিছুই ছিল না!···তারপর আমি এই কাজটা পাওয়ায় তবু একটু সুরাহা হয়েছে!

জীবন-সংগ্রাম

দীপক—বাবা তোকে চাকরী করতে মত দিলেন ? .

মালতী—মত দেননি, আড়ালে হয়তো চোখের জলই ফেলেন !··· কিন্তু যার উপায় নেই, সে আর কি করবে বল !

দীপক—ঠিক বলেছিস, যার উপায় নেই সে আর কি করবে। এই আমারই দেখনা, বাবার বড় ছেলে আমি, তোর দাদা, আমি থাকতে—

মালতী—না-না, দাদা, ও তুমি ভাবো কেন ? দেশের জন্যে তোমার আত্মত্যাগ,···সেকি আমি বুঝিনা !

দীপক—আচ্ছা আমি উঠি এবার। বাড়ী যেতে পারি না, সাহস হয় না। কাল সকালে তোদের অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম তুই ঢুকছিস ! আন্দাজে খোঁজ করে দেখা করে গেলাম···

মালতী—এবার মাঝে মাঝে এসো কিন্তু দাদা···

দীপক—দেখি, সুবিধে বুঝলে আসবো !···বুঝতেই তো পারছিস !··· চলি ভাই।

[দীপক চলিয়া গেল। মালতী রুমালে চোখ মুখ মুছিয়া আবার টাইপ সুরু করিল। দরজা ঠেলিয়া বেয়ারা ঘরে ঢুকিল, হাতে একখানি নোটিশ।]

বেয়ারা—(মালতীকে নোটিশখানা দিতে দিতে) মুনসের সাহেব মারা গেছেন দিদিমণি, বিলেত থেকে তার এসেছে, অফিস ছুটি হয়ে গেল আজ !

[মালতীর চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, নোটিশ সই করাইয়া বেয়ারা চলিয়া গেল। মালতী টেবিলের কাগজপত্র গুছাইয়া ফেলিতে লাগিল। বোঝা গেল সে ছুটী পাইয়া খুসী হইয়াছে। হাতের কাজটুকু শেষ করিতে মালতী আবার টাইপ সুরু করিল। এমন সময় দরজার বাহির হইতে মিঃ রায়ের সাড়া আসিল—]

May I come in ?

মালতী—Yes! (একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দরজার দিকে তাকাইল, তারপর মুখে হাসি টানিয়া আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিল) একি! আপনি! আসুন, বসুন!

মিঃ রায়—(টেবিলে একখানি ফাইল রাখিয়া) So sorry মিস সেন, শুনেছেন তো আমাদের সিনিয়ার পার্টনার মিষ্টার মুনসের মারা গেছেন! এটা একটু তাড়াতাড়ি টাইপ করে দিন, আজকের এয়ার মেলেই যেন কনডোলেন্স মেসেজটা মিসেস মুনসেরের কাছে যায়।—(একটু হাসিয়া)—তাবলে আপনাকে বাড়তি খাটাচ্ছি বলে ঠকাচ্ছি ভাববেন না যেন। You have given us every satisfaction. আপনার কথা কোম্পানী নিশ্চয় মনে রাখবে।···করে ফেলুন তাহলে!

মালতী—(মেসিনে লাগান কাগজটির দিকে চাহিয়া) এইটে নামিয়েই করে দিচ্ছি। আর একটু বাকি আছে।

মিঃ রায়—(হাসিয়া) তাহলেই হবে···(ফিরিতে গিয়া দাঁড়াইলেন, মালতী তখন টাইপ সুরু করিয়াছে) দেখুন মিস সেন···

মালতী—(টাইপ বন্ধ করিয়া) কিছু বলছেন আমায়?

মিঃ রায়—হ্যাঁ দেখুন, বলছিলাম কি!···আচ্ছা, আজ আপনি একটু থেকেই যান না অফিসে! আমার কাজ সারতে বড় জোর আধ ঘণ্টা দেরী হবে! সেদিনকার মত আমার গাড়ীতেই আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দেব।

মালতী—আজ!

মিঃ রায়—কেন? অসুবিধা হবে?

মালতী—না, অসুবিধা আর কি! তবে—

মিঃ রায়—তাহলে থেকেই যান একটু! আর বাড়ীতেও তো আপনাকে কেউ expect করছে না, ছুটী তো হঠাৎ হয়ে গেল!···আচ্ছা থাকছেন

তাহলে আমার জন্যে! (মালতীকে ঘাড় নাড়িতে দেখিয়া) That's good, cheer you!

[মিঃ রায় চলিয়া গেলে মালতী তাহার হাতের কাজ শেষ করিয়া নূতন ফাইলের কাগজটি টানিয়া লইল। মালতীর মেসিন চলিতে লাগিল। একটু পরেই দরজা ফাঁক করিয়া তাহার সহকর্ম্মী মনোতোষ উঁকি মারিয়া ঘরে কেহ নাই দেখিয়া ভিতরে ঢুকিল]

মনোতোষ—একি! ছুটি হয়ে গেল, এখনও কাজ করছো…

মালতী—(মনোতোষকে দেখিয়া) ও তুমি, এসো!

মনোতোষ—(একখানি চেয়ারে গা মেলিয়া) আঃ ছুটি হল যেন বাঁচলুম!

মালতী—(বক্র দৃষ্টিতে) তা ছুটি হলে কে আর না বাঁচে বল! কিন্তু হঠাৎ ছুটি পেলে, করবে কি এখন? বাড়ী যাবে, না—

মনোতোষ—বাড়ী! হ্যাঁ এখন বাড়ীই যাব,…কিন্তু…(কথাটা শেষ না করিয়াই মনোতোষ টেবিলের এটা সেটা ঘাঁটিতে লাগিল)।

মালতী—কি হল?

মনোতোষ—ভারি মুস্কিলে পড়েছি মালতী! এ বিপদে তুমি যদি বাঁচাতে পারো!

মালতী—আমি বাঁচাবো?…ব্যাপার কি বল তো?

মনোতোষ—আমায় আজ কিছু টাকা ধার দিতে হবে!

মালতী—টাকা! আমার অবস্থা তো তুমি জান!

মনোতোষ—তা জানি! তাই তোমার কাছে না এসে অফিসে আর সব জায়গায় আগে চেষ্টা করেছি! কিন্তু কেউ যে দিতে পারলো না।

মালতী—হঠাৎ কি এমন দরকার পড়লো টাকার?

মনোতোষ—দরকার সাংঘাতিক! আমার বোন টুলুকে তো তুমি

জানো, টুলুর স্বামী শশাঙ্কর টাইফয়েড। কেস খারাপ, ডাক্তার আজই ক্লোরোমাইসিটিন দিতে চায়! ক্লোরোমাইসিটিনের দর জানো? ব্ল্যাকে ৬৫৲ টাকা!···কি যে করি···

মালতী—তাই তো!···আচ্ছা তুমি না হয় একটা কাজ করো, এই হারটা রেখে উপস্থিত কোথাও থেকে টাকাটা নিয়ে এসো। পরে তুমি বা আমি যে পারি ছাড়িয়ে নেবো!

মনোতোষ—(হারটি হাতে করিয়া) তোমার গলার হার! না—না—এ কি করে নিই মালতী?

মালতী—ছেলেমানুষী করো না! আমার গলায় হার পরা আগে না শশাঙ্কবাবুর প্রাণটা আগে?

[বাহির হইতে মিঃ রায়ের গলা শোনা গেল]

মিঃ রায়—আসতে পারি?

[মালতীর মুখ মুহূর্ত্তের জন্য ম্লান হইয়া গেলেও পরমুহূর্ত্তেই সামলাইয়া লইয়া]

মালতী—আসুন।

মিঃ রায়—(ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে) যাক মিস সেন, কাজটা শিগগিরই শেষ হয়েছে!···একি···(মনোতোষকে দেখিয়া)—আপনি এখানে?

মালতী—ওঁকে আমি ডেকেছি। আমার এক বন্ধুর স্বামীর খুব অসুখ, উনি তাদের জানেন, একটু খবর নিচ্ছিলাম।···আপনি তাহলে আসুন মনোতোষবাবু, কালও একবার খবরটা দেবেন দয়া করে, ভারি উদ্বিগ্ন রইলাম!

মনোতোষ—আচ্ছা।

[মনোতোষ মিঃ রায়কে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল]

মালতী—ওকি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

মিঃ রায়—না, আর বসবো না! হয়ে গেছে সেটা ?

মালতী—হ্যাঁ, এই যে…(একটু টাইপ করিয়া) এই নিন।

মিঃ রায়—(চোখ বুলাইয়া) ঠিক আছে।…(বেল বাজাইলে বেয়ারা আসিল) এখানা ডেপ্যাচবাবুকে দিয়ে এস।—(বেয়ারা চলিয়া গেলে)—চলুন মিস সেন এবার আমরাও বেরুই।—(হাতঘড়ি দেখিয়া) যাক, বেশী দেরী হয়নি…আড়াইটে বাজে, চলুন না, আজ একটু লাইট হাউসের দিকে যাই, চমৎকার কমেডি আছে…They merrily walked together—ছবি দেখে একটু চা খেয়ে আপনাকে বাড়ী পৌছে দেব। অবশ্য সন্ধ্যে হয়ে যাবে, আপনার তো কোন কাজ নেই ?

মালতী—না, কাজ আর কি,…তবে—

মিঃ রায়—কি হল ?

মালতী—হয়নি কিছু।…দেখুন, আমাকে আজ একবার কোন ডাক্তারখানায় যেতে হবে।

মিঃ রায়—ডাক্তারখানায় ?

মালতী—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোট ভাইটার অসুখ, প্রেসক্রিপসন রয়েছে একখানা।

মিঃ রায়—অসুখ! খুব বেশী ?

মালতী—না বেশী নয়, ক্রনিক, একটানা চলেছে এই যা!

মিঃ রায়—যাক!…তা চলুন না যাবার সময় লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে ওষুধটা তৈরী করতে দিয়ে যাই, ফেরবার মুখে নিয়ে নেব। চলুন আর দেরী করে না—Already it is late. চলুন! চলুন!

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবনাথের বাড়ী

[অন্দর সংলগ্ন বসিবার ঘর। ঘরের এককোনে একখানি ছোট টেবিল ও একটি চেয়ার। মাঝখানে একখানি তক্তপোষ পাতা। আর একধারে একখানি ইজি চেয়ারে শুইয়া আছে বিনু। বিনুর বয়স ১৭।১৮, ছেলেটী সুশ্রী কিন্তু শীর্ণকায়, দেখিলেই বোঝা যায় অসুস্থ। সন্ধ্যা হইয়াছে।]

বিনু—উঃ! আর শুয়ে থাকতে পারি না, মাগো!

[মিনু প্রবেশ করিল]

কে মিনু?

মিনু—হ্যাঁ! ওষুধ এনেছি খেয়ে নাও!

বিনু—দে! (ঔষধ খাইয়া)···কই সন্ধ্যে হয়ে গেল, তুই পড়তে বসলি না?

মিনু—এই যে বসছি—(পড়িতে লাগিল)

দিল্লীতে হোথা আলমগীরের বুক কাঁপে দুরু-দুরু,
মারাঠার বনে পাহাড়ে নতুন জীবন হয়েছে সুরু।
গল্প-কথা এ নয়,
মরে যাওয়া জাত প্রাণ ফিরে পেল
জয় শিবাজীর জয়।

জানো ছোড়দা! আহারে, আমি যদি মেয়ে না হয়ে তোমার মত ছেলে হতুম!

বিনু—(ম্লান হাসিয়া) তাহলে কি করতিস?

মিনু—তাহলে! তাহলে দেখতে আমি ঠিক শিবাজীর মত হতুম।

ঘোড়ায় চড়ে তরোয়াল হাতে ছুটতুম বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে; লোকজন, দলবল, কত হতো আমার।

বিনু—আর যদি শেষ পর্য্যন্ত আমার মত ছেলে হতিস, এই আঠারো বছরেই সব শেষ। তাহলে! (একটু থামিয়া) জানিস মিনু, ঠিক তোর মত, তোর মতই একদিন আমিও ভাবতুম, বড় হয়ে মস্ত বড় বীর হব, লোকের মুখে মুখে ফিরবে আমার নাম, দাদার চেয়েও বড়। কিন্তু কি হল শেষ পর্য্যন্ত।

মিনু—আঃ ছোড়দা, ওই সব কথা আবার বলছো! দিদি বারণ করেছে না!

বিনু—বারণ!...জানিস, আমার যা অসুখ কিছুতেই বাঁচবো না আমি। আজ, না হয় কাল—(ক্লান্তভাবে)—বাঁচবো না জেনেও এভাবে বেঁচে থাকার কি যে কষ্ট!

মিনু—(বিনুর গায়ে ঠেলা দিয়া) ছোড়দা! ও ছোড়দা! কাঁদছো কেন? এই দেখ! মা, ও মা—

[মহামায়া প্রবেশ করিলেন]

দেখ না মা, ছোড়দা শুধু শুধু কি রকম কাঁদছে!

মহামায়া—(বিনুর কাছে গিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া) বিনু, বাবা—

বিনু—মা, কেন আমার এমন অসুখ হল মা, কেন আমি বাঁচবো না?

মহামায়া—বালাই! বাঁচবি না কেন বাবা। কে বলেছে বাঁচবি না! অসুখ কি কারও হয় না? তোর চেয়ে কত বেশী অসুখ থেকেও তো মানুষ বাঁচে।

বিনু—হ্যাঁ বাঁচে! কিন্তু তাদের টাকা আছে। আমাদের যে টাকা নেই মা। দাদা নেই, বাবা অক্ষম, আমারই সংসারের ভার নেবার কথা। দিদি মেয়ে, সে চাকরী করছে, আর আমি ছেলে হয়ে—

মিনু—দেখছো মা, দিদি এত করে বারণ করে—তবু ছোড়দা খালি ওই সব কথাই বলবে।

বিনু—(আপন মনে) ওই তো দিদি! সাজগোজ করতে একটু ভালবাসতো বলে সবাই কতো কথা বলেছে, কুঁড়ে বলে কতো বকেছে সকলে। সেই দিদি করছে চাকরী, তারি আনা টাকায় চলছে সংসার। দিদির কতটুকু ক্ষমতা মা। এই এত বড় সংসার চালিয়ে দিদি আমায় কি করে বাঁচাবে?

[পাড়ায় কোথায় শাঁখ বাজার শব্দ হইল]

মহামায়া—(সেদিকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া)—দুগ্‌গা—দুগ্‌গা, থাকগে বাবা ওসব কথা এখন। অসুখ তোর সেরে যাবে বিনু, মন খারাপ করিসনে!···এখন চল্ ভেতরে, সন্ধ্যে হয়ে গেল।

[মহামায়া বিনুকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। মিনু বই পড়িতে লাগিল. এমন সময় প্রবেশ করিল মনোতোষ]

মনোতোষ—এই যে মিনু রয়েছ, দিদিকে ডাকোতো—

মিনু—দিদি তো আফিস থেকে এখনও আসেনি।

মনোতোষ—(বিস্মিতভাবে) আপিস থেকে এখনও আসেনি?—(হাত ঘড়ি দেখিল)।

মিনু—আমি মাকে ডেকে আনছি মনোতোষদা, আপনি বসুন···

[মিনু চলিয়া গেলে মনোতোষ তাহার পরিত্যক্ত একখানি বই পড়িতে লাগিল। একটু পরে শিবনাথ প্রবেশ করিলেন, অল্প একটু খোঁড়াইয়া চলেন, চোখে ভাল দেখিতে পান না]

মনোতোষ—কাকাবাবু!

শিবনাথ—(ভাল করিয়া দেখিয়া)···কে, মনোতোষ! বসো বাবা, বসো! চশমাটা ভেঙ্গে গেছে কিনা, দেখতেই পাই না।—(বসিলেন)

মনোতোষ—আপনার শরীরটা কিন্তু এবার যেন আরও খারাপ হয়ে গেছে !

শিবনাথ—আর শরীর ! কি আর হবে বেঁচে থেকে !

মনোতোষ—না, না, ওকি বলছেন !

শিবনাথ—ঠিকই বলছি মনোতোষ ! শুধু শরীরের জন্য নয়, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, সবই বোঝ বাবা ! বিনুর তো ওই অবস্থা, দীপু নিরুদ্দেশ, অতবড় মেয়েটার আজও বিয়ে দিতে পারলাম না, অথচ ওরই আনা পয়সায় পেট ভরাচ্ছি আমি। এরপর আর কি সুখে বাঁচতে চাইব বল ?

[মহামায়া প্রবেশ করিলেন]

মনোতোষ—এই যে কাকিমা !

মহামায়া—মনোতোষ, অনেক দিন পরে এবার।

শিবনাথ—(মনোতোষের দিকে চাহিয়া) তা তুমি এলে, মালু তো এখনও এল না। রাত হয়ে গেল।

মহামায়া—মালুর আজ আপিসে কি খুব কাজের চাপ রয়েছে মনোতোষ ?

মনোতোষ—কাজ ! (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) হ্যাঁ কাকিমা, অফিসে আজ একটু বেশী কাজ পড়েছে।

শিবনাথ—এত রাত পর্য্যন্ত কাজ !

মহামায়া—তাতে কি হয়েছে, আপিসের কাজ—

শিবনাথ—না, না, গিন্নি, এ যে মালু, মেয়ে, দীপু হলে কি আমি কিছু বলতাম !

মহামায়া—দীপুর কোন খবর তুমি পাওনি মনোতোষ ?

মনোতোষ—না কাকিমা।

শিবনাথ—কোথায় যে গেল ছেলেটা! আজকাল প্রায়ই এখানে ওখানে গুলি চলবার কথা শুনি। এতো ভয় হয়—

মনোতোষ—তাতো হবেই!

শিবনাথ—(উঠিতে উঠিতে) আটকাতে পারি না, অথচ ওর ওপর থেকে নির্ভর আমার যায়নি। হয়তো বড় ছেলে, শেষ বয়সের ভরসা বলেই···

[চলিয়া গেলেন

মহামায়া—দেখলে তো বাবা, ছেলেমেয়ের কথা ভেবে ভেবে উনি যেন পাগলের মত হয়ে গেছেন। বিশেষ করে মালুর ভাবনা। ওই সোমত্ত মেয়ে।···তা যাক্, তোমাদের সব ভাল তো?

মনোতোষ—আর সব ভালই, শুধু আমার ভগ্নিপতি শশাঙ্কর বড় অসুখ, টাইফয়েড হয়েছে।

মহামায়া—আহা! তা এখন কেমন আছে বাবা।

মনোতোষ—অবস্থা খারাপই ছিল। তবে আজ যেন একটু ভালোর দিকে ঘুরেছে।

মহামায়া—আহা তাই হোক!

মনোতোষ—কিন্তু রাত হয়ে গেল। আমার আবার একটা কাজ রয়েছে। এই হারটা আপনিই রাখুন!

মহামায়া—হার!

মনোতোষ—হ্যাঁ কাকিমা, মালতীর হার। দুপুরে শশাঙ্কর একটা জরুরী ওষুধ কেনবার ছিল, কোথাও টাকা পেলাম না, মালতী বললে এটা কোথাও রেখে—

[মালতী প্রবেশ করিল]

এই যে তুমি এসে গেছো, এটা এখন লাগল না, শশাঙ্কর দাদা এসেছেন পাটনা থেকে—

মহামায়া—তা মন্দের ভাল !…তোমরা দুজনে মিলে কতদিক যে সামলাবে ! দেখ ভগবান কি করেন।…তুই তাহলে মনোতোষের সঙ্গে কথা সেরে আয় মালু !

[মহামায়া চলিয়া গেলেন]

মালতী—তুমি কখন এলে ?

মনোতোষ—তা অনেকক্ষণ। কাকাবাবু আর কাকীমা তোমার ফিরতে দেরী দেখে উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন, তাঁদের বোঝাচ্ছিলাম অফিসে তোমার আজ অনেক কাজ, ভাববার কিছু নেই। কিন্তু সত্যি, অফিস তো দুপুরেই বন্ধ হয়ে গেছে, ছিলে কোথায় এতক্ষণ ?

মালতী—চুলোয় !…যাক্, কেমন আছেন তোমার ভগ্নিপতি ?

মনোতোষ—একটু ভাল। অনেক ধন্যবাদ তোমায়, তোমার নিজের গলার হার, এমন সময় দিয়েছিলে, স্বর্গ হাতে এসেছিল। এই নাও—

মালতী—ওটা দেবার জন্যে এই রাত্তিরেই না এলে হতো না ?

মনোতোষ—এসেছি বলে কি তুমি সন্তুষ্ট হওনি ?

মালতী—(একটু বিরক্তভাবে) আমার সন্তোষ অসন্তোষে তোমার কি আসে যায়। দাও, দাও, হারটা দাও—(হারটি লইয়া অবহেলাভরে একপাশে রাখিয়া দিল)।

মনোতোষ—ওকি ! এভাবে হারটা অবহেলা করে ওখানে রাখলে কেন ! গলায় পর।

মালতী—ও ঠিক আছে। রাত অনেক হ'ল। তোমার কাজ তো হয়েছে, তুমি এখন যাও।

মনোতোষ—হ্যাঁ যাই।…কিন্তু কি হয়েছে তোমার, এরকম করছো কেন ?

মালতী—কি রকম, কি করছি আমি? কি বলতে চাও তুমি? আর বলবার যদি কিছু থাকে তা তুমিই বা কেন বলতে আসো?

[মালতী উত্তেজিতভাবে মাথা নীচু করিল। একটু স্তব্ধ থাকিয়া মনোতোষ মালতীর কাছে গিয়া আবেগকম্পিতস্বরে বলিল]

মনোতোষ—কেন আসি! আসবার অধিকার তুমিই কি দাওনি?

মালতী—দিয়েছি জানো যদি, আপিস তুপুরে ছুটি হয়ে গেল, এত রাত করে বাড়ী ফিরলাম,—তোমার মনে কোন সন্দেহ হল না?

মনোতোষ—সন্দেহ! সন্দেহ আর কি হবে! আমি তো নিজের চোখে দেখলাম সুবীরবাবুর সঙ্গে তুমি তাঁর গাড়ীতে উঠলে—

মালতী—তুমি দেখলে অথচ জানতে চাইলে না আমার ফিরতে এত রাত হ'ল কেন!

মনোতোষ—(শ্লেষভরে) কি যে বল! তুমি রাত করে ফিরবে তাতে আমার কি!

মালতী—তোমার কি! ও, বুঝেছি! আজ বাবা অক্ষম, দাদা নেই, আজ আমার কথা ভাববে কেন তুমি! অথচ এই সেদিন—(হাত হইতে আংটি খুলিয়া মনোতোষের দিকে ছুঁড়িয়া দিল)—নাও, নিয়ে যাও তোমার আংটি। একদিন বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম, তুঃখ যদি জীবনে কখনও আসে, এই আংটিই আমায় বাঁচাবে! ভুল, ভুল হয়েছিল আমার!—(কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল)

মনোতোষ—মালতী, আজ তুমি অভিমানে অন্ধ। কিছু বললেই তুমি আজ আঘাত পাবে। এই আংটিটা তোমায় যখন দিয়েছিলাম, তখন আমার দাদা বেঁচে ছিল, তোমার বাবাও সক্ষম ছিলেন। সাজানো সংসারে যে মধুর স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, তুমিও জানো, ভাঙ্গা হাটে আজ তার আর কোন দামই নেই। আমি নব্বই টাকা মাইনে পাই, তুবেলা টিউশানি

না করলে সংসার চলে না। তাছাড়া এখানকার এই বৃহৎ পরিবারের তুমিই তো একমাত্র ভরসা।...মালতী, আর যাই করো, এই সহায় সম্বলহীন সংসার থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নেবার লোভ তুমি আমায় দেখিও না—

[প্রস্থানোদ্যত]

মালতী—লোভ! কি বলছো তুমি!—(মনোতোষ ফিরিল)—আমি তোমায় লোভ দেখাচ্ছি! কর্ত্তব্যই তোমার কাছে সব, জীবনটা তোমার কাছে কিছু নয়?

মনোতোষ—(ম্লান হাসিয়া)—জীবন!—মালতী, যে পৃথিবীতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে কেরানী আমাদের কাছে জীবনের কোন দামই নেই।...কিন্তু আর নয়, চলি।

[মনোতোষ চলিয়া গেলে মালতী তাহার গমন পথের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আংটিটা তুলিয়া লইল]

মালতী—(অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে)—তোমার এই আংটির সঙ্গে যদি হৃদয় না দিয়ে থাকো, কেন তুমি এটাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে না!—কেন, কেন—

তৃতীয় দৃশ্য

প্রিয়বাবুর বাড়ী

[ড্রেসিং টেবিল ও সোফা সেট সাজানো পরিচ্ছন্ন ঘর। ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে সুলতা প্রসাধন করিতেছিল ও গান গাহিতেছিল]

সুলতার গান

মন বলে চিনি চিনি চোখ বলে নয় গো,
চোখের আড়াল হলে মনে জেগে রয় গো।
যদিও সে দূরে দূরে,
তবু আছে হিয়া জুড়ে,
মিলনের মাধুরীতে হবে পরিচয় গো।

চাঁদিনী রাতে যবে ফুলের বাসর হবে,
প্রথম প্রেমের সে যে প্রথম কথাটি কবে,
যে রাখি বাঁধিব হাতে জড়াবে হিয়ার সাথে
এ মধু লগনে বল বিরহ কি সয় গো।

[সুলতার গানের সমাপ্তিমুখে প্রিয়বাবু প্রবেশ করিলেন। অভিজাত বৃদ্ধ, বেশ-ভূষায় আগেকার আমলের ছাপ]

প্রিয়বাবু—(ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে) বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ!

সুলতা—(কটাক্ষ করিয়া) দাদু, এ তোমার ট্রেসপাস্ কিন্তু, ভারি অন্যায়! দেখ্ছো না এটা ভদ্রমহিলার ড্রেসিং রুম!

প্রিয়বাবু—তা দিদি ভদ্রমহিলার ড্রেসিংরুমে ভদ্রমহোদয়গণের প্রবেশই নিষেধ! আমি হচ্ছি বেতালা একটা বুড়ো, খরচের খাতায় পড়ে গেছি। আমার আবার ট্রেসপাস্ কি বল্?

সুলতা—তাই বলে তুমি সব সময়ে অনুমতি না নিয়েই ঢুকবে? দেখছো না, খোঁপাই এখনও ভাল করে বাঁধা হয়নি!

প্রিয়বাবু—ও আর বেঁধে কাজ নেই দিদি, এমনিই খাসা দেখাচ্ছে—

"যেমন আছ, তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ।
বেণী না—হয় এলিয়ে রবে,
সিঁথে না হয় বাঁকাই হবে,
নাই-বা হল পত্রলেখায় সকল কারুকাজ।"

সুলতা—আচ্ছা দাদু, তাই সই! তোমার যখন পছন্দ, তখন সকল কারুকাজ না হয় নাই হল!

প্রিয়বাবু—(বসিয়া) এই এতদিন পরে একটা মনের মত কথা বললি দিদি! আমার যখন পছন্দ!—কি জানি আবার ঠাট্টা করে বললি কিনা?

সুলতা—না না, ঠাট্টা কি বল! সত্যি গো সত্যি!

প্রিয়বাবু—তা দিদি ঠাট্টাই করিস আর যাই করিস, আমার পছন্দেরও কিন্তু দাম আছে! অন্ততঃ একজনের কাছে তো ছিলই—

সুলতা—সে একজনটি ঠাকুমা তো!

প্রিয়বাবু—আর কে হবে বল! জানিস, তোর ঠাকমা লেস দেওয়া ফুল হাতা জামা পরতে ভালবাসতো, আমরা তখন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের পাণ্ডা, আমি তো একদিন তোদের মত হাতকাটা একটা ব্লাউজ কিনে এনে সোজা বললুম পর! বেচারার মুস্কিল বোঝ!

সুলতা—মুস্কিল কিসের?

প্রিয়বাবু—আরে মুস্কিল না? তখনকার দিনে ওই ফুল হতো জামাই রেওয়াজ, সবাই পরে, শ্বশুর, শাশুড়ী, গুরুজনে ভর্ত্তি বাড়ী; হাতকাটা ব্লাউজ পরলে লোকে বলবে কি! তাছাড়া তার নিজেরও অপছন্দ। তবু আমি এনেছি, একটা খাতির আছে তো! করলো কি জানিস?

সুলতা—কি দাদু ?

প্রিয়বাবু—রোজ রাত্তিরে শোবার আগে পরতে লাগলো। তখন আমাদের দিন দিদি, শোবার আগে তো আমার সঙ্গে আর দেখা হওয়ার জো ছিল না! কাজেই খুসী হয়ে গেলাম। তোদের এখন কিন্তু এদিক থেকে ভারি সুবিধে হয়েছে,—দিনরাত—

কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে।

সুলতা—যাক্‌গে দাদু, কাব্য এখন থাক,···দাদু !

প্রিয়বাবু—কি ভাই ?

সুলতা—দাদু, তোমাকে একটা সাজেষ্ট করতে হবে।

প্রিয়বাবু—সে আবার কি রে, কি সাজেষ্ট করতে হবে ?

সুলতা—এই একটা প্রেসেণ্ট—

প্রিয়বাবু—প্রেসেণ্ট ! কাকে দেবে গো ?

সুলতা—দাদু, বল না একটা—

প্রিয়বাবু—শোনো বোকা মেয়ের কথা! আরে আগে বল কাকে দিবি! ধর আমাকে যদি দিস, বলবো—দিদি, একটি সোনার গড়গড়ায় তামাক খেতে 'বহুদিন মনে আছে আশা'! আর যদি ধর আমাদের বামুন দিদিকে—

সুলতা—আঃ দাদু, তুমি কি! সুধীরবাবুর জন্মদিন, পার্টি হবে, আমায় তো কিছু একটা দিতে হবে!

প্রিয়বাবু—হা হতোস্মি! তাই বল্‌! দিদি, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা আর চালাস্‌নে ভাই! ও পাষণ্ডকে প্রেসেণ্ট দিবি, আর কি দিবি তাই সাজেষ্ট করতে হবে আমাকে! ওরে অতটা নিষ্ঠুর হোস্‌নে!

সুলতা—আচ্ছা দাদু, তুমি কি ফার্ষ্ট পার্সনে ছাড়া কোন কথা ভাবতেই

পারো না? আমি আর সুবীরবাবু ভাবছো কেন? কবির মতো ভাবো না—

প্রিয়বাবু—তাহলে তো আরও মুস্কিল ভাই! কবি এক্ষেত্রে কোন বিশেষ জিনিষের নাম তো করতেই পারতেন না, বরং নায়িকার হয়েই বলতেন—

"যদি আমি পারিতাম, অলকার দ্বারীরে ভুলায়ে
হরিয়া রতন হার কণ্ঠে তব দিতাম দুলায়ে।
তবু জেনো, মন মোর কহে,
সে হার তোমার যোগ্য নহে।"

সুলতা—(একটু উচ্ছ্বসিত ভাবে) দাদু চমৎকার!

প্রিয়বাবু—কি চমৎকার রে?

সুলতা—তোমার এই কোটেশন্‌টা! আমি একখানা ভাল রুমালে এই কোটেশন্‌টা তুলে ওকে দেব। বেশ হবে, না দাদু?

প্রিয়বাবু—প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।...

[বাহিরে মিসেস দাসের গলা শোনা গেল]

—কই, আমার সুলতা মা কই, কাউকে দেখছি না কেন?

প্রিয়বাবু—কে!

সুলতা—(উঁকি দিয়া) একি মাসিমা!

[মিসেস দাস প্রবেশ করিলেন, আধুনিক বেশভূষা, গায়ে ওয়াটারপ্রুফ, বয়স চল্লিশের উপর]

প্রিয়বাবু—আসুন, আসুন মিসেস দাস—

মিসেস দাস—সুবীরের খোঁজে এলুম মা, সুবীর এসেছে এখানে?

সুলতা—না তো!

মিসেস দাস—আসেনি! বাড়ীতে নেই, এখানে আসেনি, ক্লাবে যায় না, যায় কোথায় বল তো? কি কাণ্ড!

প্রিয়বাবু—কিন্তু আপনি যে বৃষ্টিতে একেবারে নেয়ে গেছেন, খুলে ফেলুন ওয়াটারপ্রুফটা—(হারাধন দুকাপ কফি লইয়া প্রবেশ করিল)—এই যে হারু, যাতো বাবা ঝট করে একখানা তোয়ালে নিয়ে আয় তো—(হারাধন ট্রে টেবিলের উপর রাখিল)।

মিসে দাস—না, না, তোয়ালে লাগবে না, সামান্য ভিজেছি—(ওয়াটার-প্রুফটি খুলিয়া হারাধনের হাতে দিলেন)।

প্রিয়বাবু—নিন, এখন আরাম করে বসুন। বাইরে যা জল-ঝড় !—(হারাধন প্রিয়বাবুকে একটি কাপ দিয়া অপরটি মিসেস দাসের কাছে আগাইয়া দিল)—তাহলে এক কাপ চাই খান মিসেস দাস—

মিসেস দাস—তা বরং ভাল !

প্রিয়বাবু—(কাপে চুমুক দিয়া) আরে হারাধনবাবু, এ যে কফি !

হারাধন—আজ্ঞে কফিই করলাম। জল নামলো—

প্রিয়বাবু—তা হারাধনের আমাদের বুদ্ধি আছে, কি বলেন মিসেস্ দাস ! এই ঠাণ্ডায় চায়ের চেয়ে কফিই জমে ভাল।

হারাধন—তোমারটা আনছি দিদিমণি— [প্রস্থান]

মিসেস দাস—চমৎকার লোক পেয়েছেন আপনি মিঃ নাগ। আর আমার দেখুন না, রোজ নতুন লোক, রোজ নতুন লোক,—কাজ করাব কি, শেখাতেই প্রাণ যাচ্ছে—

প্রিয়বাবু—রোজ নতুন লোক কেন ? ঝগড়া করে তাড়ান বুঝি ?

মিসেস দাস—ঝগড়া ! বলে ঠাকুর দেবতার মত মাথায় করে রাখি মিঃ নাগ। বরাত আমার !—আপিসে বেয়ারার কাজ করলে মোটা মাইনে, বাড়ীর কাজ আর কে করবে বলুন !—তাই তো আপনার চাকরটিকে দেখে হিংসে হচ্ছে—

[ঠিক এই সময় হারাধন দ্বিতীয় কাপটি লইয়া আসিল]

প্রিয়বাবু—শুধু তাই নয় মিসেস দাস। হারু আমাদের গুণী লোক। কি সুন্দর স্বপ্ন দেখে! শুনলে আপনি—, কি হারাধন বলবো—

হারাধন—(লজ্জা পাইয়া)—কি যে বলেন কত্তামশায়—

মিসেস দাস—কি স্বপ্ন দেখেছ হারু!—বল না শুনি—

হারাধন—আজ্ঞে দিদিমণি—

প্রিয়বাবু—ও, দিদিমণির সামনে বলা চলবে না?—লজ্জা করছে?

হারাধন—আজ্ঞে বলবো—

প্রিয়বাবু—বলতেই তো বলছি বাপধন, আচ্ছা দিদিমণি না হয় শুনবে না তোমার স্বপ্নের কথা। এদিকে যেন কাণ দিও না দিদি, তুমি যেমন বই পড়ছ তেমনি পড়, বল হারাধন—

হারাধন—আজ্ঞে কাল রাত্রে স্বপ্নটা দেখলাম—

প্রিয়বাবু—দিদি আবার এদিকে চাইছ, ভাল হবে না বলছি—

সুলতা—বারে, কোথায় চাইলুম, আমি তো পড়ছি—

প্রিয়বাবু—হ্যাঁ, তাই পড়। বল হারাধন, তারপর—

হারাধন—আজ্ঞে স্বপ্নে দেখলাম, ভীষণ ঝড় হচ্ছে, আর মাঠের মধ্যে আমার ইস্তিরি যেন একলা এলোচুলে ছুটে ছুটে চলেছে। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেছে—

প্রিয়বাবু—তাই হারধন আমাদের দেশে যাবার জন্যে মাত্র চার দিনের ছুটি চাইছে। একবার গিয়ে ইস্তিরিকে দেখে আসবে। হাজার হোক ছেলেমানুষ, কোন পক্ষ তোমার এটি হারাধন—

হারাধন—আজ্ঞে তিতীয় পক্ষ।

[সকলে হাসিয়া উঠিলেন]

মিসেস দাস—তা হারুকে ছুটি দিয়েছেন তো?

প্রিয়বাবু—না, এখনও দিইনি। কি করবো তাই ভাবছি। ধরুন

এই তো সবে জ্যৈষ্ঠ মাস, গ্রীষ্মকাল, এখনই হারাধন আমাদের স্বপ্ন দেখছে, এর পর যখন বর্ষা নামবে—

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই,
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই।

—তখন কি ও বেটাকে মাইনে বাড়াবার লোভ দেখিয়েও আটকে রাখা যাবে—

হারাধন—(মিসেস দাসকে)—আপনি কত্তামশায়কে একটু বলে দেননা মাঠাকরুণ !

প্রিয়বাবু—থাক, সুপারিশ আর দরকার হবে না বাপধন, চার দিনের ছুটি তোমার আমিই মঞ্জুর করছি। নইলে হয়তো শেষটায় একেবারে ছুটি নিয়ে এই বুড়োকে ডোবাবে—(হারাধন খুসীর ভাব প্রকাশ করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে)—আর শোন, এই দশটা টাকা নাও, যাবার আগে তোমার ওই মাঠে ছোটা তৃতীয় পক্ষের জন্যে একখানি লাল টুকটুকে শাড়ী কিনে নিয়ে যেও, কেমন !

[হারাধন আভূমি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল]

(হাসিতে হাসিতে)—আচ্ছা, তাহলে আপনারা গল্প করুন মিসেস দাস, আমি একটু ওঘরে যাই। (দরজার কাছে গিয়া)—আকাশে এখনও বেশ মেঘ রয়েছে, জলও পড়ছে। বৃষ্টি একেবারে না থামলে কিন্তু ওকে ছেড়োনা দিদি— [প্রস্থান]

[প্রিয়বাবু চলিয়া গেলে মিসেস দাস সুলতার পাশে গিয়া বসিলেন]

মিসেস দাস—তুমি কিন্তু এখন বেশ রোগা হয়ে গেছ মা !

সুলতা—না না মাসিমা, রোগা কোথায়! সেই রকমই তো আছি—

মিসেস দাস—উঁহু, বললেই হবে! আমার কি চোখ নেই।···তা মন ভাল না থাকলে শরীর কখনও ভাল থাকে!···আচ্ছা মা, সুধীরের খবর-টবর রাখো?

সুলতা—ভাল আছে, পরশু এসেছিল, রবিবার ওর জন্মদিন, নেমন্তন্ন করে গেল। আপনাদের বলেনি?

মিসেস দাস—হ্যাঁ বলেছে, তবে ও নিয়ম রক্ষে মা, কল্যাণীকে বলে গেছে, আমি বাড়ী ছিলুম না! এখন তো আর সেদিন নেই···এখন আমরা আর ওর কে বল?

সুলতা—সে কি মাসীমা, হল কি?

মিসেস দাস—তুমি বুঝি কিছু জানো না মা? আর জানবেই বা কি করে। আমিই কি জানতাম!

সুলতা—কি হয়েছে মাসীমা?

মিসেস দাস—বলছি মা, বলছি,—বলতেই তো এলুম এই ঝড় বাদল মাথায় করে! মার প্রাণ যে, একবার শুনলে কি আর স্থির থাকে! আচ্ছা তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নিই মা। সুধীর এবার কাকে কাকে নেমন্তন্ন করবে কিছু বলেছে তোমাকে?

সুলতা—না, কেন বলুন তো? এই আমাদেরই বলবে আর কি। আর বছরে যা হয়েছিল সেই রকমই হবে বোধহয়।

মিসেস দাস—না না, একথাটা তোমার ঠিক হল না মা। আর বছরের সঙ্গে এবছরের একটু তফাৎ আছে।

সুলতা—তফাৎ!

মিসেস দাস—হ্যাঁ! ওর অফিসের টাইপিষ্ট না কি,—ও ছুঁড়িকে কি আর সুধীর বাদ দেবে!

সুলতা—টাইপিষ্ট!

মিসেস দাস—তবে আর বলছি কি মা! ওই টাইপিষ্টই এখন ওর ধ্যান, জ্ঞান, সব। অফিসে লাগোয়া ঘর, তাছাড়া ছুটির পর রাতদুপুর অবধি হাওয়া খেয়ে বেড়ানো!—তাই তো সুবীর ক্লাবে যায় না। তুমি সেদিন বলছিলে শরীর খারাপ—

সুলতা—আমি তো তাই ভেবেছিলাম—

মিসেস দাস—ভুল ভেবেছিলে মা, ভুল ভেবেছিলে! সুবীরটার তো আর লজ্জা ঘেন্নার বালাই নেই, পেয়েছে তোমায় ভালমানুষ, পড়তো আমাদের মত কারুর পাল্লায়!

সুলতা—আপনি কোন দিন ওকে নিজে দেখেছেন মাসীমা?

মিসেস দাস—শোনো মেয়ের কথা! নিজে না দেখলে একথা তোমায় বলতে আসি! আমিও তো বিশ্বাস করিনি প্রথমটা, সেদিন হঠাৎ লাইট হাউসের সামনে চোখে পড়ে গেল সুবীরের গাড়ী থেকে সুবীরের সঙ্গে নামছেন বিশ্বেশ্বরী! সুবীরের ড্রাইভার বলছিল—এ একদিন নয়, রোজ মা, রোজ! ওকে কি আর সুবীর বাদ দেবে?

সুলতা—আমি ব্যাপারটা ঠিক জানতুম না, জানলে ওকে জিজ্ঞাসা করতুম!

মিসেস দাস—না, না, না, না, বোকার মত কাজ করো না মা। এ সব কথা জিজ্ঞাসা করতে আছে! মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলতে হবে এখন।··· তা তোমার ভয় কি মা, একটু সাবধানে থাকবে, এই যা। তারপর আমি তো রইলুম। আমি বেঁচে থাকতে আমাদের সমাজে নাক গলাবে ওই হাঘরে মেয়েটা!···তুমি স্রেফ আমার বুদ্ধি শুনে চল মা, দেখ না কি হয় শেষ পর্য্যন্ত—

চতুর্থ দৃশ্য

শিবনাথের বাড়ী

[দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘর। একই আসবাবপত্র। তক্তপোষের উপর শিবনাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন। মহামায়া প্রবেশ করিলেন।]

মহামায়া—ওকি ! অমন মাথায় হাত দিয়ে বসলে কেন ?

শিবনাথ—না, এই এমনি, বোসো !—(মহামায়া বসিলে)—কি করা যায় বলতো ?

মহামায়া—কিসের ?

শিবনাথ—এই সংসার চালাবার। মালু যা পায় তাতে সব দিক গুছিয়ে চলা অসম্ভব ! এর ওপর আগেকার প্রায় দুহাজার টাকা দেনা। কিছু কিছু সবাইকে না দিলে তো আর মান থাকে না !

মহামায়া—তাতো সত্যি, হয়েও গেলো অনেক দিন !

শিবনাথ—আমি সেই ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে বাড়ী এলাম, তার পর থেকেই চলছে একটানা অভাব ! ভেবেছিলাম সেরে উঠে আবার আগের মত কাজকর্ম্ম করবো, কিছুই হল না !

মহামায়া—তবু যদি ছেলেটা বাড়ী থাকতো—

শিবনাথ—তাইতো ! দীপু ঠিক সেই মুখে পালালো। ও যদি না যেতো তাহলেও সাহেবকে ধরে করে ওকেই না হয় ঢুকিয়ে দিতাম অফিসে। কিন্তু ছেলের তোমার দেশোদ্ধার পালিয়ে যাচ্ছিল। বাপ মৃত্যুশয্যায়, এতগুলো অসহায় প্রাণী, গেল কোন প্রাণে বল তো !

মহামায়া—সবই বরাত আমার ! নইলে সুস্থ মানুষ, খেয়ে দেয়ে অফিস

গেলে, হঠাৎ মাথা ঘুরে ট্রাম থেকেই বা পড়ে যাবে কেন? কতো ভারি অসুখ তো কত লোকের হয়, সেরেও যায়—

শিবনাথ—ভারি অসুখ আমারও হয়েছিল গিন্নি, তুমি মেয়ে মানুষ, বুঝবে না! মাথা ঘুরে গাড়ী থেকে কি কেউ অমনি পড়ে যায়? তবে কেন যে আবার বেঁচে উঠলাম তাই ভাবি—

মহামায়া—ছি! ছি! ওকথা বোলো না! মা কালী মুখ রেখেছেন, এর ওপর তোমার যদি কিছু একটা হোত—

শিবনাথ—কি জানি কি যে ক্ষতি হত তোমাদের আমি না থাকলে। তবু একটা লোকের খরচ থেকেও বাঁচতে!—আর আমিও বাঁচতুম এ-লজ্জার হাত থেকে! [মিনু স্কুল হইতে ফিরিল]

শিবনাথ—এই যে এস মা। আজ এরি মধ্যে—

মিনু—এরি মধ্যে কি বাবা, আজ যে শনিবার!

শিবনাথ—ও, আজ শনিবার!—দেখেছো গিন্নি, বাড়ীতে বসে আছি বলে দিনের হিসেবেও আমার ঠিক নেই।···(মিনুর পিঠে হাত দিয়া)— আচ্ছা যাও মা, তুমি ভেতরে গিয়ে বই টই রাখো গে!—(মিনু চলিয়া গেলে) —মিনুর আমাদের কত বয়েস হল?

মহামায়া—এই নয় চলছে!

শিবনাথ—ওকে শুধু শুধু সাড়ী পরিয়েছ কেন? কত বড় দেখাচ্ছে—

মহামায়া—কি করি বল! ফ্রক তো ওর মোটে দুটো, একটা ধোবার বাড়ী গেছে, আর একটা সাবান দিয়ে দিয়েছিলুম, সকালে মেঘ করেছিল বলে শুকোয় নি, ওই সাড়ীটা ছিল, আর বছরে ও বাড়ীর সেজবৌ ওকে পূজোর সময় দিয়েছিল, তাই পরেই চলে গেল ইস্কুলে!

শিবনাথ—(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া)—যাক্‌গে, আর শাড়ী না পরালেই তো বয়স কমবে না!

[বাহিরে লক্ষ্মণ কাঞ্জিলালের ডাক শোনা গেল]

লক্ষ্মণ—শিববাবু, ও শিববাবু মশায়, বাড়ী আছেন!

মহামায়া—কে যেন ডাকছেন তোমায়!

শিবনাথ—হ্যাঁ তুমি একটু ভেতরে যাও—!

[মহামায়া ভিতরে গেলেন, শিবনাথের 'আসুন' ডাকে লক্ষ্মণ কাঞ্জিলাল প্রবেশ করিল। আগন্তুকের মাথায় বাহারে টেরী, কুঁচোনো চাদর, কুঁচোনো কালাপাড় ধুতি, চুড়িদার পাঞ্জাবী পরণে]

শিবনাথ—হ্যাঁ আমিই শিববাবু, বসুন—(লক্ষ্মণ বসিল) কি দরকার—আমার কাছে আপনার?

লক্ষ্মণ—দরকার তো মশায় ঢের! বসুন, আপনিও বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? (শিববাবু বসিলে) দেখুন মশায়, একটা ভারি ভাল খবর নিয়ে এসেছি আপনার কাছে, বহুৎ খুসী হয়ে যাবেন!

শিবনাথ—কি খবর বলুন!

লক্ষ্মণ—খবর আচ্ছা মশায়! আমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র কাঞ্জিলাল, ছোট কথা আমার কাছে পাবেন না। আপনার বরাত ফিরে গেল মশায়!

শিবনাথ—বরাত ফিরে গেল? সেকি?

লক্ষ্মণ—আরে তবে আর বলছি কি? এবার পায়ের ওপর পা দিয়ে মোটর গাড়ী চড়ে দিন কাটাবেন মশায়, যা হল সে আপনারই বরাতে হল! খুব অদৃষ্ট আপনার, মাইরি!

শিবনাথ—(একটু বিরক্ত ভাবে)—আসল কথাটা কি তাই বলুন। অদৃষ্ট তো আমার বরাবরই ভাল, দেখতেই পাচ্ছি—

লক্ষ্মণ—বলছি, সব বলছি, তার আগে বলুন তো আমি কে?

শিবনাথ—আপনাকে আমি ঠিক চিনি না, তবে নাম তো এইমাত্র নিজের মুখেই বললেন শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র কাঞ্জিলাল!

লক্ষ্মণ—আরে মশায় নাম নয়, নাম নয়, কাজ! আমি কাজ কি করি জানেন? মানে পেশা?

শিবনাথ—না বললে আর জানবো কি করে? তবে ওসব জেনেই বা কি হবে, কি দরকারে এসেছেন তাই বলুন!

লক্ষ্মণ—আমি হাচ্ছ মশায় বিখ্যাত তিসি, পাট আর ভুষি মালের মার্চেন্ট হরিশ্চন্দ্র চৌধুরীর ম্যানেজার, মানে প্রাইভেট সেক্রেটারী, মানে ডান হাত! হরিশবাবুর সব এই শর্মার মুঠোয়, বুঝলেন! হরিশবাবুকে বুঝেছেন তো?

শিবনাথ—ওই মোড়ের মাথায় গেটওলা যে বাড়ীখানা তারই মালিক?

লক্ষ্মণ—ঠিক ধরেছেন মশায়, ঠিক ধরেছেন! ওই হরিশবাবু,—বুঝলেন স্যার, আমায় পাঠালেন আপনার কাছে!

শিবনাথ—আমার কাছে? কেন?

লক্ষ্মণ—একটা প্রাইভেট কথা আছে!

শিবনাথ—তা বলুন না এখানে তো কেউ নেই!

লক্ষ্মণ—আপনার ওই মেয়ে আছে না! ওই যে সকালে হ্যাণ্ডব্যাগ ঝুলিয়ে ছাতি মাথায় রোজ কোথায় যায়, আর বিকেলে, কোনদিন সন্ধ্যের পর ফেরে—

শিবনাথ—(বিরক্তভাবে) তার সঙ্গে আপনার কি?—

লক্ষ্মণ—আরে মশায় বলতে দিন না সব কথা! ওই মেয়েকে হরিশবাবু বিয়ে করতে চান, বুঝলেন,—আমাকে বলেছেন—

শিবনাথ—বিয়ে করতে চান মালতীকে! হরিশবাবুর বয়স কতো?—আমার যেন—

লক্ষ্মণ—আরে মশায় বয়স কোথায়? এই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবে, আর

কতো! আর বয়স দিয়ে কি হবে মশায়, টাকার কুমীর, বুঝলেন, মস্ত বড় কারবার, কলকাতায় দশখানা বাড়ী—

শিবনাথ—চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বয়স? আমার যেন মনে হয় আমার চেয়েও উনি বড় হবেন—

লক্ষ্মণ—আরে মশায় তাতেই বা কি? তাছাড়া বয়েস একটু হয়েছে বলেই না আমাকে উনি পাঠালেন আপনার কাছে সম্বন্ধ করতে, নইলে আপনার মতো কতশত মেয়ের বাপ!—হুঁঃ—

শিবনাথ—সে কথা থাক্—ওঁর তো স্ত্রী-পুত্রও আছে?

লক্ষ্মণ—সব আছে মশায়, সব আছে। কিন্তু থাকা থেকেও নেই, বুঝলেন! হরিশবাবুর সেই তো দুঃখু! চিররুগ্নী বউ আর বিশ্ব বকাটে ছেলে! মেয়ে দুটোও বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ী চলে গেছে! আপনার মেয়েকে তাঁর ভারি চোখে লেগেছে মশায়! বিয়েটা হয়ে গেলে দূর করে দেবেন সব এ-বাড়ী থেকে, নইলে চাইকি আর কোন বাড়ীতে নিজেই চলে যাবেন! অভাব তো নেই বাড়ীর—

শিবনাথ—এইবার বোধহয় আপনার কথা শেষ হয়েছে?

লক্ষ্মণ—শেষ আর কোথায় হল মশায়, এইতো সুরু হল! কথায় বলে লাখ কথায় বিয়ে, এরই মধ্যে শেষ হতে পারে? আপনার পাওনাটা—

শিবনাথ—আমার মেয়ের বিয়েতে আমার পাওনা—(উত্তেজনা সামলাইয়া)—নিন উঠুন এবার, বাজে কথা শোনবার ধৈর্য্য নেই আমার!

লক্ষ্মণ—আঃ বসুন মশায়, বসুন! আপনার ভেতরের খবর কি আর আমরা না জেনে এসেছি! দেনায় টিকিতো বিকিয়ে আছে, দেনা টেনা শুধে দিয়ে এখন থেকে আপনাদের সব ভারই হরিশবাবু নিয়ে নেবেন। উঃ, ভাগ্যি বটে মশায় আপনার মেয়ের, রাজার নজরে পড়ে গেল—

শিবনাথ—থাক্, খুব হয়েছে! ওরকম রাজার নজরে পড়ার আগে গঙ্গায় জল শুকিয়ে যাবে না! কিন্তু আর নয়, আজ শনিবার, মালুর আসবার সময় হল, উঠুন আপনি—

লক্ষ্মণ—আঃ, আমি কি এখানে বসে আমার বাপের শ্রাদ্ধ করছি, করছি তো আপনারই একটা হিল্লের ব্যবস্থা! আপনি মশায় দেখছি একটা আস্ত গাড়োল—

শিবনাথ—কি আমি গাড়োল! আমার বাড়ীতে বসে,—দূর হয়ে যান,—বেরিয়ে যান আমার বাড়ী থেকে,—যান—

[উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিলেন]

লক্ষ্মণ—আচ্ছা যাচ্ছি, যাচ্ছি, আবার না হয় আসব। কিন্তু থামোকা রাগ না করে মাথাটা ঠাণ্ডা হলে ভাববেন আমার কথাটা! একটা আখের বলে কথা মশায়— (প্রস্থান)

শিবনাথ—উঃ ভগবান, আর কত নীচে নামাবে আমায়!

[মহামায়া প্রবেশ করিলেন]

মহামায়া—কে এসেছিল গো? হঠাৎ অতো চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

শিবনাথ—ঘটক এসেছিল গিন্নি, ঘটক, তোমার মেয়ের বিয়ের—

মহামায়া—ঘটক! ছেলে কি রকম? তা ওভাবে চেঁচাবার কি আছে? এ তো ভাল খবর!

শিবনাথ—খুব ভাল খবর! রাজার শ্বাশুড়ী হয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে মোটর গাড়ী চড়ে বেড়াবে, আমার সব দেনা শোধ হয়ে যাবে, সংসারের জন্যে আর ভাবতে হবে না! ভাল সম্বন্ধ নয়, চমৎকার সম্বন্ধ!

মহামায়া—সম্বন্ধ তো ভালই! বড় লোক! তা বলতে নেই মালু আমার দেখতে শুনতেও তো ভাল। একটু যদি যত্নে থাকতো আরও হত। হ্যাঁগো, ছেলে লেখাপড়া জানে তো? বি, এ পাস মেয়ে—

শিবনাথ—লেখাপড়ার কথা আর জিজ্ঞেস করবার ফুরসৎ হয়নি।

মহামায়া—সেকি গো? আর বয়েস?

শিবনাথ—বয়েস আর কোথায়, এই আমার চেয়ে কিছু বড় হবে!

মহামায়া—তোমার চেয়ে বড়, বুড়ো, তাই চেঁচাচ্ছিলে; হরি, হরি, আমি ভাবলুম বুঝি সত্যিই একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছে—

শিবনাথ—কিন্তু বুড়ো হলে কি হবে, টাকার কুমীর! দরকার হলে শ্বাশুড়ীর অঙ্গও সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে পারবে জামাই!

মহামায়া—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, অমন সোনা অঙ্গে তোলার আগে মরণ যেন হয় আমার।

শিবনাথ—তার ওপর আবার জামায়ের স্ত্রী-পুত্র বর্ত্তমান, স্ত্রী চিররুগ্ন, পুত্র নাকি ইতিমধ্যেই লায়েক হয়ে উঠেছেন। তাই সংসারে বিরক্ত হয়ে সাধ জেগেছে নতুন ঘর বাঁধবার। তোমার মেয়েকে মনে ধরেছে, বুঝলে!

মহামায়া—তা যে এসেছিল ও মিন্সে কে?

শিবনাথ—বললে তো ম্যানেজার! জানো গিন্নি, মেয়ের বিয়ের কোন সম্বন্ধ যদি আপনা থেকে আসে, বাপের মনে কত আশা হয়! আজ কিন্তু আমার বুকটা হতাশায় ভেঙ্গে গেল!

[পায়চারি করিতে লাগিলেন]

মহামায়া—এতে আর আশা হতাশার কি আছে বাপু! তোমার মেয়ে, পাত্র পছন্দ না হলে তুমি বিয়ে দেবে না, ব্যাস্ মিটে গেল। যাই আমি ওধারে, চেঁচামেচি শুনে আমি ভাবলুম আবার কি বুঝি হল!

শিবনাথ—না, না, এমনি করে উড়িয়ে দিয়ে চলে যেও না গিন্নি, তুমি বোঝ না, ব্যাপারটা ঠিক এত হাল্কা নয়! আমি গরীব, আজ যে সম্বন্ধ এসেছিল, এ আমার মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ নয়, ঋণগ্রস্ত হতভাগা বাপকে

লোভ দেখিয়ে এ মেয়েকে কেনবার সম্বন্ধ ! (চলিয়া যাইতে যাইতে) হায় রে দুনিয়া, টাকাটাই তোর কাছে সব—

[শিবনাথ ও মহামায়া চলিয়া গেলে অপর দিক দিয়া মালতী ও দীপক প্রবেশ করিল]

মালতী—তুমি একটু এইখানে বোসো দাদা, আমি বাবা মাকে ডেকে নিয়ে আসি—

দীপক—না, না, বাবাকে ডাকিসনি, বুড়ো মানুষ, চোখে ভাল দেখতে পান না, আমাকে দেখলে উত্তেজনায় আবার হয়তো ষ্ট্রোক হতে পারে ! মা আমার সর্ব্বংসহা, তুই শুধু মাকেই ডেকে আন্ মালু—

[মালতী ভিতরে যাইতেছিল, এমন সময় মহামায়া প্রবেশ করিলেন]

মহামায়া—মালু—

মালতী—হ্যাঁ মা, কে এসেছে দেখ—

মহামায়া—একি, দীপু !

দীপক—মা !

মহামায়া—এলি বাবা, ফিরে এলি, এতকাল পরে মাকে মনে পড়লো দীপু !···আ-হা-হা, কি হয়ে গেছিস বাবা—

দীপক—ও কিছু নয় মা, খাওয়া শোয়ার তো ঠিক নেই ! তাই,··· কিন্তু মা, এবার আমি যাই, মালু দেখতে পেয়ে একটি বারের জন্যে জোর করে ধরে নিয়ে এল, আমার পেছনে লোক রয়েছে—

মহামায়া—যাবি কি বাবা, এই এলি, এরই মধ্যে যাবি কি ?···না···না আমি তোকে যেতে দেব না—

শিবনাথ—(ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে)—কাকে যেতে দেবে না গো, অমন করে আটকে রাখছো কাকে—

মহামায়া—ওগো, দীপু এসেছে—

শিবনাথ—দীপু!

দীপক—না, না, আমি যাই, আমি যাই মা—

শিবনাথ—তোর সংসারকে ভাসিয়ে দিয়ে তুই কোথায় যাবিরে হতভাগা—

দীপক—যাব আমার সংসারের চেয়ে অনেক বড় যে সংসার তারি কল্যাণে! আমি যাই মা, আমি যাই—

[মহামায়ার হাত ছিনাইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল]

মহামায়া—দীপু, দীপু, যাসনে বাবা, দীপু—

শিবনাথ—দীপু,—দীপু—

—বিরাম—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মিঃ রায়ের বাড়ীতে তাঁহার জন্মদিনের পার্টি। একধারে একখানি সোফায় বিখ্যাত শিল্পপতি গজানন সাধুখাঁ একলা বসিয়া আছেন। অপর দিকের কোণের আর একখানি সোফায় মিঃ রায়ের সহিত বসিয়া আছে সুলতা। মাঝের সোফায় মিসেস দাস বসিয়া আছেন, তাঁহার সোফার পাশে অর্গানে একটি মেয়ে গান গাহিতেছে। ষ্টেজের সম্মুখভাগে অপর একটি মেয়ে নৃত্য করিতেছে]

গান

(এই) দিনগুলি যে যায় বয়ে মোর ভালবাসার ভাবনাতে,
আর স্বপ্ন যত বেড়ায় উড়ে প্রজাপতির পাখনাতে।
সবাই যখন নিদ্রামগন দীপ নেভানো ঘরে হায়,
আমার চোখে তখন যে গো অশ্রু-বাদল ঝরে যায়,
যায় না তারে চেপে রাখা আঁখিপাতার ঢাকনাতে।

যায় গো বুঝি যায় শুকায়ে মিলন-মালার ফুলগুলি,
সেই বেদনায় কাঁদে যে হায় গানের যত বুলবুলি।
(এই) জীবন হতে বিদায় নিতে চায় যে ফাগুন বেলা গো,
আর যে কবে সুরু হবে মধু-মিলন খেলা গো,
হৃদয় দুটি দুলবে কবে দোল ফাগুনের দোলনাতে।

[নৃত্যগীত থামিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মালতী প্রবেশ করিল]

মিঃ রায়—এই যে মিস সেন এসে গেছেন !—(সুলতার দিকে চাহিয়া) —আমার এ্যাসিসটেণ্ট।

সুলতা—(ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া)—এ্যাসিসটেণ্ট !

মিঃ রায়—(উঠিয়া মালতীর কাছে গিয়া)—আসুন মিস সেন! বড্ড দেরি হ'ল কিন্তু আপনার! (গজাননের সোফার কাছে মালতীকে লইয়া গিয়া)—আসুন আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি মিঃ গজানন সাধুখাঁ, বিখ্যাত শিল্পপতি, আমাদের একজন ডিরেক্টর, ইনি মিস মালতী সেন, বি, এ, আমাদের এ্যাসিসটেণ্ট।

[গজানন ও মালতী পরস্পর নমস্কার বিনিময় করিয়া বসিলে মিঃ রায় আবার সুলতার পাশে গিয়া বসিলেন]

সুলতা—এ্যাসিসটেণ্ট বন্ধু! চমৎকার সুবীর!

মিঃ রায়—(নিম্নস্বরে)—আঃ সুলতা! For heaven's sake!··· আচ্ছা চল, একটু ভেতরে গিয়ে দেখি কতদূর কি হ'ল—

[মিঃ রায় সুলতাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। চা বিতরিত হইতে লাগিল]

গজানন—বাঃ!

মালতী—(চমকাইয়া)—আঁ! কিছু বলছেন আমায়!

গজানন—না, কিছু না।—এই বলছিলাম, আপনি এ অফিসে কতদিন এসেছেন?

মালতী—বেশী নয়, ছ-সাত মাস হবে।

গজানন—মাপ করবেন মিস সেন। আমিও আপনাদের কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর, শুনলেন তো মিঃ রায়ের মুখে। কি কাজ করেন আপনি?

মালতী—আমি মিঃ রায়ের কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক।

গজানন—Excuse me! কত মাইনে পান?

মালতী—একশো কুড়ি টাকা।

গজানন—(চায়ে শেষ চুমুক দিয়া) বলেন কি! আরে, বি, এ, পাস, মাসভোর একশো কুড়ি টাকা—

[সুলতা ও মিঃ রায়ের প্রবেশ]

মিঃ রায়—(দাঁড়াইয়া হাতঘড়ি দেখিয়া) আমাদের হাতে এখন আরও কয়েক মিনিট সময় রয়েছে, এই সময়টুকু আমাদের নতুন বন্ধুর একখানা গান শুনে নেওয়া যাক ; কি বলেন আপনারা ?

মিসেস দাস—বেশ তো, বেশ তো !

মিঃ রায়—(মালতীর দিকে চাহিয়া)—মিস সেন, আজ আমার জন্মদিনে সকলের হয়ে আপনাকে একখানি গান শোনাতে অনুরোধ করছি !

[মিঃ রায়ের কথায় একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠিল। মেয়েরা বিরূপ কটাক্ষ করিল। সুলতা অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে মিঃ রায়ের দিকে চাহিয়া রহিল]

মালতী—(একটু অপ্রস্তুত ভাবে)—আমাকে কেন ?

গজানন—আরে আপনি গাইবেন। বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, নিন আর দেরী নয়, ধরুন।

[মালতী কুণ্ঠিতভাবে অর্গানের দিকে আগাইয়া গেল]

গজানন—(নিম্নস্বরে)—বি, এ পাশ, এমন চেহারা, গানও গাইতে পারে—

[পকেট হইতে কাগজ কলম বাহির করিয়া গজানন কি যেন লিখিতে লাগিলেন]

মালতীর গান

তোমার যেদিন পেলাম দেখা চোখের জলে,
কনক চাঁপার মালাখানি দুলিয়ে গলে,
করেছিলাম বরণ, তোমায় করেছিলাম বরণ,
(ওগো) সেদিন তোমার নাইকি প্রিয় স্মরণ।
নাইবা পেলাম এখন ক্ষতি নাই,
(শুধু) শেষের দিনে তোমায় যেন পাই।
আসবে যেদিন দুয়ারে মোর মরণ,
(প্রিয়) অঙ্গনে মোর দিও তোমার চরণ।

[মালতীর গানের পর সকলের সঙ্গে মিঃ রায়ও করতালি দিলেন। সুলতা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল]

সুলতা—বাঃ, সুবীর তোমার হাততালিটাই সবচেয়ে জোর হয়েছে। উনি নিশ্চয় শুনতে পেয়েছেন !

মিঃ রায়—আঃ !

[মিসেস দাস ব্যতীত বাকী মেয়েরা মালতীর কাছে গেল]

একটি মেয়ে—বেশ গান গাইলেন আপনি ! আমি সুবীরদার বোন, চলুন আপনাকে একটু ওধারটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।

[মালতী ও মেয়েরা চলিয়া গেলে একটি বেয়ারা আসিয়া মিঃ রায়ের কানে কানে কি বলিল]

মিঃ রায়—গজাননবাবু, আপনার টেলিফোন এসেছে, আসুন।

[মিঃ রায় গজাননকে লইয়া চলিয়া গেলে মিঃ রায়ের শূন্য আসন দখল করিলেন মিসেস দাস]

মিসেস দাস—বলিহারি রুচি সুবীরের—

সুলতা—কি হ'ল মাসিমা ?

মিসেস দাস—না, বলছিলাম সুবীরের কথা ! সেই ওকে আজ এখানে ডেকে আনলো ! কোন মানে হয় ?

সুলতা—তা আনবে না, বন্ধু, আজ ওর জন্মদিন !

মিসেস দাস—বন্ধু ! ঝাড়ু মারো অমন বন্ধুত্বের মাথায়। একটা লোফার।...আর সুবীরের আদিখ্যেতাটা দেখেছো মা, যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে।...ছুঁড়িগুলোও কি আমাদের তেমনি বেহায়া হয়ে উঠছে আজকাল !

সুলতা—আঃ মাসিমা, চুপ করুন, শুনতে পাবে যে, হাজার হোক উনি নিমন্ত্রিতা।

মিসেস দাস—তাই তো বলছি ! সুবীরটা যে দিন দিন কি হয়ে উঠছে।

এবার কিন্তু তোমাকে একটু শক্ত হতেই হবে মা! আর দেরী করলে হয় তো কোন উপায়ই থাকবে না! সুবীরের তো আর মাথার ঠিক নেই!

সুলতা—(মালতীদের ফিরিতে দেখিয়া)—ও-সব কথা আজ এখানে থাক মাসীমা। পরে হবে'খন।

মিসেস দাস—আমি কালই যাচ্ছি তোমার দাদুর কাছে। পরামর্শ করে ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। বাড়াবাড়িরও তো একটা সীমা থাকা উচিত।

[গজানন ও মিঃ রায় ফিরিয়া আসিলেন, মিসেস দাস স্বস্থানে গেলেন। গজানন নিজের আসনে বসিলেন। মিঃ রায় দাঁড়াইয়াই বলিলেন]

মিঃ রায়—এইবার আপনারা সবাই উঠুন দয়া করে। খাবার ব্যবস্থা ভেতরেই হয়েছে। আসুন মিসেস দাস, এসো সুলতা, আসুন গজাননবাবু—

মিসেস দাস—হ্যাঁ, এই যে, চল।

[মিঃ রায় সামনের দিকে আগাইয়া গেলেন, মিসেস দাস ও অন্যান্য সকলে ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন। সুলতা বক্রদৃষ্টিতে বসিয়া রহিল। গজানন আড়াল করিয়া মালতীর হাতে একখানি কাগজ গুঁজিয়া দিলেন]

গজানন—(নিম্নস্বরে)—দেখবেন একটু মেহেরবাণী করে—

[শেষদিকে মালতী যাইতেছিল, সুলতা তাহাকে থামাইল, তখন বাকী সকলে ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন]

সুলতা—শুনুন!

মালতী—(বিস্মিতভাবে ফিরিয়া)—আমাকে বলছেন?

সুলতা—হ্যাঁ, আপনি তো সুবীরের অফিসে কাজ করেন?

মালতী—হ্যাঁ, আপনি?

সুলতা—কাজ করি না, তবে আমি (চোখ ছল ছল করিয়া আসিল)—এখন বলতে পারবো না, দু-চার দিন যাক। আচ্ছা, আপনি কোথায় থাকেন?

মালতী—৪৪নং রাজেন্দ্র বসু ষ্ট্রীট, বাগবাজার।

সুলতা—আমি থাকি লেক প্লেস, বালিগঞ্জে।—কি বললেন, ৪৪নং রাজেন্দ্র বসু ষ্ট্রীট?

মালতী—হ্যাঁ, কিন্তু ঠিকানায় কি হবে?

সুলতা—(ব্যাগ হইতে একখানা কার্ড বাহির করিয়া মালতীকে দিল) —আমার ঠিকানাও রেখে দিন। সুবীর আপনার বন্ধু, আমিও তাই, বুঝলেন। সুবিধে হলেই যাব দুজনে দুজনের বাড়ী। কি বলেন?

মালতী—বেশ তো।

সুলতা—আপনার পাশে যিনি বসেছিলেন, খুব বড়লোক, কি রকম হীরের আংটি দেখেছেন?

মালতী—(বিরক্তভাবে)—হুঁ—

সুলতা—দেখলাম আপনার হাতে শেষকালে একখানা কাগজ গুঁজে দিলেন—

মালতী—(উত্তপ্তস্বরে)—কি বলতে চান আপনি?

সুলতা—(শ্লেষের হাসি হাসিয়া)—কিছু না—

[এই সময় মিঃ রায়কে দেখা গেল দ্বারপ্রান্তে, তাহাদেরই খুঁজিতে আসিয়াছেন]

মিঃ রায়—আরে সুলতা, তোমরা এসো! আসুন মিস সেন, ওঁরা বসতে পাচ্ছেন না।

সুলতা—হ্যাঁ, এই যে যাই—(মালতীর দিকে ফিরিয়া)—চলুন— (যাইতে যাইতে)—মিস সেনের সঙ্গে ভাব করছিলাম সুবীর!—She is excellent, really!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সরকারী বাগানের এক নির্জ্জন অংশ। একধারে একখানি বেঞ্চি। বেঞ্চিতে লক্ষ্মণচন্দ্র কাঞ্জিলাল একা বসিয়া আছে]

লক্ষ্মণ—আরে দুর, মানুষ আসে এই জঙ্গলে—(পায়ে চাপড় মারিল)—আর কি মশা রে বাবা! তেমনি নির্জ্জন! শালা আধ ঘণ্টা বসে আছি, একটা কথা কইবার লোক নেই,—সবাই যুগলে যুগলে আড়ালে আড়ালে—(গান ধরিল)—

ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত,
ওমা কি দোষে করিলি আমায় ছটা কলুর অনুগত।

—(হঠাৎ গান থামাইয়া)—আরে ও মশাই শুনুন, শুনুন,

[দীপক প্রবেশ করিল]

দীপক—আমাকে ডাকছেন?

লক্ষ্মণ—(কটাক্ষে আপাদমস্তক দেখিয়া)—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসুন মশায়,—(কোঁচা দিয়া বেঞ্চি ঝাড়িয়া দিয়া দীপককে বসাইল)—মশায়ের নাম—

দীপক—নাম!—এই শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়!···আপনি?

লক্ষ্মণ—আমি, আমি মশায় আর কি শুনবেন! আমি এক অতি হতভাগা, মানে যাকে বলে মূর্ত্তিমান Bad luck—বুঝলেন! নইলে ধরুন না, এমন বাগানে কেউ একা বসে বসে মশার কামড় খায়!

দীপক—তবু তো নাম একটা আছে?

লক্ষ্মণ—হ্যাঁ, তা আছে, বাপ-মার দেওয়া নাম একটা আছে অবশ্য, শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র কাঞ্জিলাল! জাঁদরেল নাম মশায়, কি বলেন! কিন্তু কপাল ফুটো! তা মশায়ের নিবাস!

দীপক—এই কাছেই !···কিন্তু কেন বলুন তো !

লক্ষ্মণ—আরে না না দাদা ভয় পাবেন না, ভয় পাবার কিছু নেই ! আপনার সঙ্গে একটু গল্প জমাতে চাইছি এই আর কি। আধ ঘণ্টা মশায় একা বসে আছি, গা থেকে এক ছটাক রক্ত খেয়ে নিলে শালার মশা, এই এতক্ষণ পরে আপনাকে দেখলুম সাথীহারা একলাটি চলেছেন। ডাকলুম বলে আবার রাগ করলেন না তো ?

দীপক—না, রাগ আর কি করবো !···কিন্তু আপনিই বা এখানে একলাটি বসে মশার কামড় খাচ্ছেন কেন ?

লক্ষ্মণ—বরাত মশায়, বরাত ! এ আমার চাকরী !

দীপক—চাকরী ! এখানে এই ঝোপের আড়ালে একলা বসে থাকা চাকরী !

লক্ষ্মণ—আরে দাদা, ভাল জায়গায় বসবো কোথায় বলুন ! মাটি তো বৃষ্টিতে ভিজে, আর সারা বাগান খুঁজে দেখুন একখানি বেঞ্চি যদি খালি পান ! সব জায়গাতেই দুজনে মুখোমুখী,···বুঝলেন !

দীপক—তা চাকরীটা আপনার কি ?

লক্ষ্মণ—চাকরী মশায় সেক্রেটারীর ! মনিব এসেছেন বাগানে বেড়াতে, —এও ওই দুজনে মুখোমুখীরই ব্যাপার ! সেক্রেটারী সঙ্গে থাকবে অথচ সামনে থাকবে না,—বুঝুন ! আমার বরাতে মশার কামড় ছাড়া আর কি জুটবে !

দীপক—তা বড়লোকের সেক্রেটারী, ভালমন্দ কত জিনিষই তো খাচ্ছেন, সঙ্গে একটু মশার কামড়ও নয় খেলেন !

লক্ষ্মণ—তা যা বলেছেন !···তবে মশাই বুঝলেন, এই সেক্রেটারীর কাজ আমি অনেক দিন করছি। ওই যে আগেই বললুম না, বরাত মশায়, বরাত ! নইলে এর আগে সোনার চাকরী ছিল দাদা !

দীপক—সে চাকরী গেল কেন ?

লক্ষ্মণ—আর কেন, গ্রহ ! আচ্ছা মশায় আপনিই বলুন, মেয়ের বাপ যদি মেয়ের বিয়ে না দেয়, আমি সেক্রেটারী,—আমি কি করব ? আরে বাবা আমার কি ঘটকালী করা পেশা ? বিয়েটা লাগাতে পারলুম না বলে দিলে আমাকে বুড়ো হরিশ চৌধুরী বেটা ডিসমিস করে !

দীপক—হরিশ চৌধুরী ! কোথাকার হরিশ চৌধুরী ?

লক্ষ্মণ—ওই বাগবাজারের রাজেন্দ্র বোস ষ্ট্রীটের মশায় ! বুড়ো বেটার ভীমরতি, জাজ্জ্বল্যিমান সংসার, পাড়ার একটা লেখাপড়া জানা অফিসে চাকরী করা মেয়ের জন্যে খেপে উঠলো ! কিন্তু মেয়ে বেড়ে মশায়, দেখে খেপবারই মত মেয়ে—

দীপক—পাড়ার মেয়ে বললেন !

লক্ষ্মণ—হ্যাঁ…হ্যাঁ…ওরই পেছনের গলিতে থাকে ! কি—শিববাবুর না কার মেয়ে, নামটা ভুলে গেছি ! আমি তো মশাই গেলুম দুর্গা বলে । কিন্তু মেয়ের বাপ, ওরে বাবা, কি হুঙ্কার, আর কি লাঠি মশায়,—(দীপক উঠিল)—ওকি, ওকি, উঠলেন কেন, বসুন—বসুন !

দীপক—মাপ করবেন, শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে—

[**দীপক চলিয়া গেল**]

লক্ষ্মণ—শরীর খারাপ, না ওই দুজনে মুখোমুখীর ব্যাপার !—(উঁকি দিয়া) —আরে, এতো সোজা গেটের দিকে চলে গেল ! মরুক গে—(গান ধরিল)

ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী
আর কি বাসনা রাখিস এলোকেশী !

[**এই সময় নেপথ্যে ডাক শোনা গেল**]

কই হে কাঞ্জিলাল—কোথায় গেলে—

লক্ষ্মণ—(লাফাইয়া উঠিয়া)—এই যে যাই স্যার—

তৃতীয় দৃশ্য

প্রিয়বাবুর বাড়ী

[আধুনিক রুচিসম্মতভাবে সোফা-সেট ইত্যাদি দিয়া সাজানো বসিবার ঘর। মিসেস দাস ও সুলতা কথা কহিতেছে]

সুলতা—না, না, এ কি করে হবে বলুন, এ অসম্ভব।

মিসেস দাস—অসম্ভব কিছু নয় মা সুলতা, সব সম্ভব। আমি যা বলছি তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মত শুধু তাই শুনে যাও তো।...জন্মদিনে দেখলে তো সুবীরের হালচাল। এছাড়া আর তো কোন উপায় আমি দেখি না।

সুলতা—আমি তো আপনার সব কথা শুনতে রাজী আছি মাসীমা,—কিন্তু এরকম হীন কাজ—

মিসেস দাস—হীন কাজ! হীন কাজ কোথায় দেখলে মা। কথায় আছে—'নিজের স্বার্থে জগৎ চলছে'। আর তাছাড়া আরও একটা কথা তোমায় বিচার করতে হবে মা সুলতা।...ধর তুমি যদি সরে দাঁড়াও, তোমার যা ক্ষতি হবার তা তো হবেই,—তাছাড়া আমাদের সমাজের,—Society as a whole—

সুলতা—অতদূর আমি ভাবতে পারি না মাসীমা, আমি টাকা ঘুস দোব, ভিক্ষে চাইবো ওর কাছ থেকে—

মিসেস দাস—আরে মা গরীব মেয়ে, ওতো টাকার কাঙাল। আর নিজের চোখেই তো দেখলে, সেই যে সুবীরের বাড়ীতে সেই টাকার কুমীর গজামন না কি হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিলো আর ও দিব্যি হজম করে গেল। বড় লোকের কাগজের টুকরো যে ফেরাতে পারে না, সে ফেরাবে টাকা!—তুমিও যেমন—

সুলতা—কিন্তু এইজন্যে ওকে আমি টাকা ঘুস দেবো !—না না মাসীমা, আপনি অন্য কিছু বলুন। ভিক্ষে চাইতে, টাকা দিতে আমি পারবো না—

মিসেস দাস—ভিক্ষে নয়, কেনা, কেনা মা, কিনে নিতে হবে। আর সুবীরকেও তো বাঁচাতে হবে। এতদিনের সম্পর্ক তোমাদের। মনে যে গেরো পড়ে গেছে মা, তুমি সইবে কি করে!—আমি কি আর তোমায় চিনি না,—এই তো সেদিন ওই ওদের কাণ্ড দেখে তোমার অসুখ হয়ে পড়লো—

সুলতা—কিন্তু টাকাটা—

মিসেস দাস—কেন দাদামশাই তো আছেন। তুমি শুধু ঠাণ্ডা হয়ে আমি যা বলি তাই করো—

সুলতা—কিন্তু মাসীমা কেউ যেন না জানতে পারে—

মিসেস দাস—এই দেখ। আমি কি তোমার পর মা সুলতা! এই কথা আমি লোককে বলে বেড়াব! তোমাকে মা আমি আমার কল্যাণীর সমান মনে করি! কদিন রাত্তিরে ঘুম নেই চোখে,—শুধু এই কথাই ভাবছি!

[সিঁড়িতে প্রিয়বাবুর জুতার শব্দ হইল]

—ওই তোমার দাদু আসছেন। আমরা কথা কই, তুমি একটু ওঘরে যাও মা!

[সুলতা চলিয়া গেল, প্রিয়বাবু প্রবেশ করিলেন]

—নমস্কার মিঃ নাগ—

প্রিয়বাবু—নমস্কার, নমস্কার! (বসিলেন)—তা আমার দিদি কোথায় গেল? দেখছি না যে—

মিসেস দাস—একটু ওঘরে গেছে। আসবে এক্ষুনি।

প্রিয়বাবু—ওর অসুখটায় মিসেস দাস বড্ড ভাবিয়ে তুলেছিল! তিন সাড়ে তিন জ্বর, ভীতু বুড়ো মানুষ আমি!

মিসেস দাস—যাক্, ভালয় ভালয় সেরে গেছে—এই ঢের। আপনি তো জানেন না মিঃ নাগ! ও অসুখ তো আর এমনি হয়নি—

প্রিয়বাবু—এমনি হয়নি তো বটেই। সেদিন সুবীরের জন্মদিনে একটানা হৈ হৈ করেছে। তাছাড়া খাওয়া দাওয়ারও অনিয়ম হয়েছিল বোধ হয়।

মিসেস দাস—না না মিঃ নাগ, ওসব হৈ চৈ অনিয়মে ও বয়সের মেয়ের কিছু হয় না। আসল হচ্ছে মন, বুঝলেন, ওই বয়সের ছেলেমেয়ের যত অসুখ দেখবেন মিঃ নাগ, বেশীর ভাগই মনের অসুখ!

প্রিয়বাবু—তা দিদির আমার মনের অসুখ কেন হল? সুবীরের জন্মদিনের প্রেসেণ্টের কবিতাতো আমি বলে দিয়েছিলাম, রুমালে ও তুলে নিয়েছিল! আমিতো—

মিসেস দাস—বুঝতে পারছেন না? কি করে বুঝবেন! আচ্ছা, তার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি,—সুবীরের সঙ্গে ওর বিয়ের তো সব ঠিক?

প্রিয়বাবু—হ্যাঁ, তা ঠিক একরকম বই কি! অনেকদিন কথা হয়ে আছে, আপনি তো সবই জানেন!

মিসেস দাস—আমি তো জানি, আপনিই সব জানেন না মিঃ নাগ!

প্রিয়বাবু—জানি না?—কি বলুন তো?

মিসেস দাস—না, ও এখন থাক। আচ্ছা মিঃ নাগ, আর একটা কথা বলবো?

প্রিয়বাবু—বলুন।

মিসেস দাস—আপনি তো আপনার নাতনীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। ওর ভালোর জন্যে যদি আপনার কিছু খরচ হয়, আপনি তো তা করবেন?

প্রিয়বাবু—নিশ্চয় করবো। ওর জন্যে খরচ করবো না মিসেস দাস!

টাকা তাহলে আমার আর কি কাজে লাগবে? কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো!

মিসেস দাস—সব বলবো মিঃ নাগ, সব বলবো। কিন্তু এখন নয়। এখন শুধু জেনে রাখুন, সুলতার জীবনে এক দারুণ বিপদ এসেছে—

প্রিয়বাবু—বিপদ!—সে কি?

মিসেস দাস—(প্রিয়বাবুর কানে কানে কিছু বলিতেই তিনি আরও অস্থির হইয়া উঠিলেন)—না, না, ভয় পাবেন না মিঃ নাগ, আমি যখন আছি,—ও কিছু টাকা খরচ করলেই সে বিপদ থেকে ওকে বাঁচানো যাবে।

প্রিয়বাবু—আরে সামান্য কটা টাকা খরচ করলেই যদি ওকে বাঁচানো যায়, তাহলে আর বিপদ কি! টাকা তো দোবই!…জানেন মিসেস দাস, আমার বাড়ীতে ওই একটিই আলো জ্বলছে, ওর মুখের হাসিটুকু যদি নিভে যায়,—না, না, না, যত টাকা লাগে আমি দোব,—যত টাকা লাগে—

———

চতুর্থ দৃশ্য

মালতীর অফিস ঘর

[দৃশ্য উঠিতে দেখা গেল মালতী রুদ্ধ আবেগে ফুলিতেছে, পাশে দাঁড়াইয়া আছেন মিঃ রায়]

মালতী—আপনি এত অভদ্র, ছি, ছি, ছি, ছি—

মিঃ রায়—আঃ, কি বলছেন আপনি মিস সেন !

মালতী—ঠিকই বলছি, এ কি রূপ আপনার !

মিঃ রায়—আপনি অকারণে উত্তেজিত হচ্ছেন মিস্ সেন ! কিছুই তো হয়নি !

মালতী—সে আপনার কাছে, আমার কাছে নয়। এই জন্যে আপনি আমাকে ছুটির পর আটকে রেখেছেন, এই আপনার অফিসের কাজ। কি ভেবেছেন আপনি আমায় ? গরীব বলে—(কাঁদিয়া ফেলিল)

মিঃ রায়—এইবার আপনি সত্যিই বাড়াবাড়ি করছেন কিন্তু, জানবেন আমার সহ্যেরও একটা সীমা আছে। মিছে চোখের জল নষ্ট না করে স্পষ্টই না হয় বলে ফেলুন কি চান আপনি !

মালতী—মিঃ রায় !

মিঃ রায়—উগ্র মূর্ত্তিটা একটু সম্বরণ করুন মালতী দেবী ! আপনি যা, ঠিক সেইভাবে কথা বলুন। বলুন কি করেছি আমি—what did I do ? মাত্র দুটো হাত ধরেছি আপনার,—হাত ধরার মত ঘনিষ্ঠতাও কি আপনার সঙ্গে আমার হয়নি ?

মালতী—না। আপনি জানেন আমার চাকরী করা ছাড়া গতি নেই, জানেন আপনাকে আমি চটাতে সাহস করি না, তাই নিয়ে যান আমাকে যেখানে সেখানে !...আজ শেষ পর্য্যন্ত—

মিঃ রায়—একি, আপনি যে কেঁদেই চলেছেন ! (মঞ্চের সম্মুখভাগে আসিয়া)—My God ! Then she is serious !

মালতী—আপনাকে পুরো বিশ্বাস হয়তো করিনি, কিন্তু ভদ্রলোক হয়ে এতটা নীচে নামবেন আপনি,—এও তো ভাবতে পারিনি! এইভাবেই একজন গরীব ভদ্রঘরের মেয়ের অসহায়তার সুযোগ নিতে চান আপনি? জানেন আমার বুড়ো বাবা আছেন বাড়ীতে, ছোট বোন আছে, ছোট ভাই আছে। আপনার কাছে চাকরী করি বলে—

মিঃ রায়—না, শুধু চাকরী করেন বলে নয়, তাছাড়া আরও একটু কথা আছে। আপনি ভদ্রঘরের মেয়ে কি না জানিনা, কিন্তু আমায় দেখছেন, দেখুন ভাল করে,—আমায় কি মনে হয়?

মালতী—আপনি শয়তান—

মিঃ রায়—Shut up, you shameless flirt.

মাতলী—সুবীর বাবু—

মিঃ রায়—চুপ! জানেন এটা আমার অফিস, ওরকম চেঁচালে আমি আপনাকে এখানে মাটির তলায় পুঁতে ফেলতে পারি—

[ইতিমধ্যে মনোতোষ দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে]

মনোতোষ—না, তা আপনি পারেন না মিঃ রায়, এটা মগের মুল্লুক নয়—

মিঃ রায়—আপনি! (একধারে ক্রুদ্ধভাবে সরিয়া গেলেন)

মালতী—(মনোতোষের কাছে গিয়া)—তুমি এসেছ!

মিঃ রায়—হুঁ! তুমি! শেকড় তাহলে এখানেই!—গোড়া শুদ্ধ তুলে ফেলতে হবে। (মনোতোষকে)—Get out, get out of my office.

মনোতোষ—আপনার অফিস নয় মিঃ রায়, অফিস কোম্পানীর, আমার মত আপনিও এখানে চাকরীই করেন!···আর তাছাড়া যাও বললেই চাকরীর মায়ায় আপনার সামনে এরকম একটা অসহায় মেয়েকে ফেলে রেখে চলে যাব, অতটা অমানুষ এখনও হইনি!···এসো মালতী—

পঞ্চম দৃশ্য

শিবনাথের বাড়ী

[১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্যের ঘর। মিনু একা গান গাহিতেছিল]

মিনুর গান

(আমি) গেঁথেছি আজ গানের মালা কথায় কথায় সুরে সুরে,
দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায় রইবে সে যে হৃদয় জুড়ে
সুরে সুরে—

[ক্লান্তচরণে মালতী প্রবেশ করিল]

মিনু—(মালতীকে দেখিয়া গান থামাইয়া) এই যে দিদি, আজ আর কিন্তু না বললে ছাড়ছি না। আজ দেখিয়ে দিতেই হবে—

মালতী—না মিনু, আজ নয় ভাই, আজ মনটা বড্ড খারাপ। কাল হবে।

মিনু—না, না, কাল হবে কি করে? জানো পরশু ফুল রিহার্সাল। আজ দেখিয়ে দিলে তবে তো কাল নিজে ঠিক করে পরশু গাইবো। আঃ, কি কুঁড়ে তুমি দিদি!…দাওনা দিদিভাই একটু দেখিয়ে, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—

মালতী—আচ্ছা ছাড়বি না যখন ধর, আমার গলার সঙ্গে মিলিয়ে গা—

মালতী ও মিনুর গান

(আমি) গেঁথেছি আজ গানের মালা কথায় কথায় সুরে সুরে
দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায় রইবে সে যে হৃদয় জুড়ে,
সুরে সুরে।

ছন্দ তাহার ঘরের কোণে,
বন্ধ যে আর রইবে না গো সঙ্গোপনে,
বাদল দিনের পাগল হাওয়ায়
দেশ বিদেশে বেড়ায় উড়ে,
সুরে সুরে।
কদম কেশর পথের ধূলায় সাজিয়ে দেবে বাসর যখন,
আমার এ গান ময়ূর হয়ে পুচ্ছ তুলে নাচবে তখন।
এই নিখিলের সভায় সভায়
আমার এ গান নিমন্ত্রণে যাবে যে হায়,
শান্তিসুধার পাত্র লয়ে সবার কাছে বেড়ায় ঘুরে,
সুরে সুরে।

[গান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দুয়ারে কড়া বাজিয়া উঠিল]

মালতী—দেখ্ তো মিনু, কে যেন ডাকছেন—

[মিনু বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে সুলতা]

সুলতা—নমস্কার মিস্ সেন! আমি সুলতা, চিনতে পারছেন তো! সেদিন সুবীরের জন্মদিনে আলাপ হয়েছিল।

মালতী—(একটু ক্ষুণ্ণভাবে) আমার নাম মালতী। বাড়ীতে মিস্ সেন না বলে মালতী বলে ডাকলেই ভাল হয়। আসুন, বসুন! চা খাবেন?

সুলতা—তা খাওয়ান এক কাপ।

মালতী—মিনু, লক্ষ্মী ভাই, মাকে ব'লে দু কাপ চা এনে দে আমাদের জন্যে, তোর গান কাল সকালে ঠিক করে দেব।

মালতী—(মিনু চলিয়া গেলে) তারপর!—হঠাৎ আপনি যে—

সুলতা—বসুন, আপনার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে।

মালতী—(বসিয়া) বলুন !

সুলতা—সুবীর, মানে মিঃ রায়ের সঙ্গে আপনার কতদিনের বন্ধুত্ব ?

মালতী—তার আগে বলুন এ কথা জানবার কি অধিকার আপনার ?

সুলতা—অধিকার ! হয়তো নেই ! হয়তো একদিন ছিল, আজ হারিয়েছি ! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া)—কিন্তু জানবার প্রয়োজন আছে ভাই। কি প্রয়োজন তাও পরে বলছি। তার আগে বলুন আপনি দয়া করে—

মালতী—সুবীর বাবুর অফিসে কাজ পেয়েছি আমি এই সাত মাস। সুবীরবাবু আমার ডাইরেক্ট বস্। ওঁরই কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক আমি। এক সঙ্গে কাজ করি বলে সামান্য একটু পরিচয় হয়েছে।

সুলতা—সামান্য পরিচয় ! না, না, সামান্য কি বলছেন ! আমার কাছে ঢাকবেন না। এভাবে এখানে আসায় যে কাঙালপনা সে আমি জানি ! কিন্তু না এসেও আমার সত্যি উপায় ছিল না। বিশ্বাস করুন !

মালতী—আপনি বসুন, উত্তেজিত হবেন না। ভাল করে বুঝতে দিন ব্যাপারটা। একটু খোলাখুলি বলুন, তাতে সব দিকেই সুবিধে হবে।

সুলতা—আমি জানি সুবীর আজকাল প্রায়ই আপনার সঙ্গে ঘোরে। সিনেমায় একদিন আমি নিজে দেখেছি, আরও কত লোক দেখেছে। তাছাড়া রেষ্টুরেণ্টে, রাজগঞ্জের ষ্টীমারে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। জানেন, আজ আপনাকে নিয়ে সুবীর যে রকম মাতামাতি করছে, এর আগে আর এক জনের ভাগ্যেও সে সুযোগ হয়েছিল। সব ঠিক, হঠাৎ কোথা থেকে আপনি এলেন, চোখ ঝলসে গেল সুবীরের !

মালতী—দেখুন, আপনি একটু বাড়াবাড়ি করছেন। যা বলছেন এতটা কিছু হয় নি, তাছাড়া আমাদের বাড়ীতে বসে কথাগুলো ভালও শোনাচ্ছে না !

সুলতা—আজ আপনাকে আমার সব কিছু মাপ করতে হবে। আমি বুঝতে পারছি আমার কথাবার্ত্তা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু কি করবো—

মালতী—আচ্ছা বলুন আপনি যা ইচ্ছে। তবে তার আগে আমার কথাটাও শুনুন। আমি একটা বড় সংসার চালাবার জন্যে চাকরী করি, সখ করে নয়। সুবীর বাবু মনিব, তিনি সিনেমায় যেতে বললে না বলি না। আপনি হয়তো জানেন না, বস্‌কে অসন্তুষ্ট করে চাকরী করা চলে না।—কিন্তু—

সুলতা—কিন্তু কি ?

মালতী—হাসি পায় আপনার কাণ্ড দেখে! সুবীর বাবু বড় লোক, আপনাদের মত বান্ধবী তার। আমি সাধারণ ঘরের একটা অতি সাধারণ মেয়ে! আমার জন্যে ভয় পেয়ে আপনি ছুটে এসেছেন ?

[চা লইয়া মিনু প্রবেশ করিল]

এই যে আপনার চা এসেছে। (মিনুর হাত হইতে চা লইয়া)—মিনু আজ তুই শুয়ে পড়গে যা ভাই, মাকে বলিস আমার আজ একটু দেরী হবে।

মিনু—সদর দরজাটা তাহলে যাবার সময় তুমিই বন্ধ করে দিয়ে যেও।

মালতী—আচ্ছা। (মিনু চলিয়া গেলে) দেখুন, আপনি আমার ঘনিষ্ট পরিচিত নন। সে দিন প্রথম আলাপে আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তাও শোভন লাগেনি আমার কাছে। তবু আপনি আমাদের বাড়ীতে এসেছেন, অতিথির মর্য্যাদা আপনার। মিছে কথা কাটাকাটি থাক্, বলুন কি করতে পারি আমি আপনার জন্যে—

সুলতা—(আগ্রহভরে) করবেন, সত্যি !···আমায় ভিক্ষে দিন ভাই, ভিক্ষে চাইতে এসেছি আপনার কাছে।

মালতী—ভিক্ষে !

সুলতা—জানেন, সুবীর কি করেছে! তার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা কারুর অজানা নয়, হঠাৎ সে আজকাল আমার সঙ্গে দেখা করাই বন্ধ করে দিয়েছে। কাল আমার ভাইপোর অন্নপ্রাশন হল, তারই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছেলের, দাদা নিজে দেখা করে বলে এলো তাকে, তবু সে এলো না! আপনিই বলুন, এরপর লোকের কাছে আমি মুখ দেখাই কি করে!—শুধু আমি বলছি না, সবাই বলে আপনিই তার মন কেড়ে নিয়েছেন। এখন আপনি দয়া করুন—

মালতী—অর্থাৎ আপনি বলতে চান আমি সুবীরবাবুর সংশ্রব ত্যাগ করি,—এইতো? দেখুন, নিজের স্বার্থের জন্য আপনাকে এতটা নামতে দেখে আমারই লজ্জা করছে। ছিঃ ছিঃ। (উঠিয়া টেবিলের কাছে যাইতে যাইতে)—কিন্তু যাই হোক, আপনার একথা আমি রাখতে পারবো না। আমি দুঃখিত।

সুলতা—পারবেন না?

মালতী—না, কেন জানেন?—আমার নিজের জন্য নয়, আমাদের সংসারের জন্য। এ চাকরী গেলে অনেকগুলো অসহায় প্রাণীকে অনাহারে থাকতে হবে। মিঃ রায়কে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখার মত পাগল আমি নই। কিন্তু তাঁকে অস্বীকার বা অসম্মান করার মত দুঃসাহসও আমার নেই।

সুলতা—আমার কথা রাখুন ভাই, ও নিয়ে ভাববেন না। আপনি দয়া করে সরে দাঁড়ান, এতে আপনার চাকরী থাকে ভাল, না থাকে—(ব্যাগ হইতে একতাড়া নোট লইয়া)—এই পাঁচ হাজার টাকা রাখুন, এতেই আর একটা না জোটা পর্য্যন্ত—

মালতী—(উদ্বিগ্নভাবে বাধা দিয়া)—না, না, একি করছেন, এ কি করছেন আপনি!—(টাকাটা মুঠো করিয়া রূঢ়ভাবে ফিরাইয়া দিবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিল, ঠিক সেই সময় দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল

মনোতোষ)—একি, তুমি !—(টাকাটা তাড়াতাড়ি ড্রয়ারে পুরিয়া ফেলিল)

মনোতোষ—ইনি ?

মালতী—ইনি আমার কাছে এসেছেন একটু দরকারে। বোসো।—(সুলতার দিকে ফিরিয়া)—আচ্ছা আপনি এখন আসুন। আপনার সুবিধা মতই কাজ হবে।

সুলতা—আপনি আমায় বাঁচালেন। কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব ?

মালতী—(গম্ভীরভাবে)—ধন্যবাদ আর জানাতে হবে না, নমস্কার—

[সুলতা চলিয়া গেল]

মনোতোষ—ব্যাপার কি মালতী ?

মালতী—(তক্তপোষ হইতে কাপগুলি টেবিলের উপর তুলিতে তুলিতে) —ব্যাপার আবার কি ?

মনোতোষ—ও বাবা ! মেজাজ যে মিলিটারী, তাড়াতাড়ি ড্রয়ারে কি রাখলে ওটা ?

মালতী—ও কিছু নয়। (বসিয়া)—আচ্ছা বলতো, গরীব হওয়া কি আমাদের অপরাধ ?

মনোতোষ—নিশ্চয় না।···কিন্তু হঠাৎ এ-কথা কেন ?

মালতী—(ক্ষুব্ধ স্বরে)—গরীব বলে আমাদের যে সে অপমান করে যায়। টাকার মাপে আমাদের ভাললাগা, ভালবাসা। হৃদয় বলে কি আমাদের কোন জিনিষ নেই ?

মনোতোষ—(হাসিয়া)—মালতী, যদি মধ্যযুগে জন্মাতাম, খাপ থেকে তরোয়াল বার করে তোমায় অভয় দিতাম,—যে তোমার অপমান করলো সুন্দরী, তার নাম ঠিকানা বল, এখনই প্রতিশোধ নিয়ে নাইট বৃত্তি চরিতার্থ

করি।···কিন্তু আমি এযুগের সামান্য কেরাণী, আমাকে আর তোমার অপমানের কথা শুনিও না! অপমান সওয়াই আমাদের ধর্ম্ম।—এই দেখোনা আজ বিকেলেই—

মালতী—তা ঠিক! কিন্তু আজ বিকেলে অপমান হয়েছি সত্যি, তবু যা পেয়েছি সেও কি কম! আমার জন্যে তুমি,···সারা জীবন এ স্মৃতি আমার অক্ষয় হয়ে থাকবে···

মনোতোষ—(হাসিয়া)—তা থাকে থাকবে! (উঠিতে উঠিতে)—কিন্তু এসব ফাঁপা হৃদয়—বিলাসের কথা এখন নয়! হঠাৎ ভাবলাম ওই দুর্ঘটনার পর তোমার মনের কি অবস্থা একটু খবর নেওয়া দরকার!—আচ্ছা, আজ এখন যাই. কাল সকালে এসে যা হোক ঠিক করা যাবে—(যাইতে গিয়া ফিরিয়া মালতীর কাঁধে হাত রাখিয়া)—এখন আমাদের দুঃসময়, সাহস আর ধৈর্য্য হারিও না মালতী—

[মনোতোষ চলিয়া গেল, মালতী কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল. তার পর এটা-ওটা করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া আলো নিভাইয়া মাথায় হাত রাখিয়া ইজি চেয়ারে শুইয়া পড়িল। খানিক পরে মালতীর তন্দ্রার ভাব আসিয়াছে, এমন সময় ভেজান দরজা ঠেলিয়া একটি টুপি-পরা মাথা ঘরের ভিতরে উঁকি মারিতে লাগিল। মাথার মালিক ক্রমে টর্চের আলো ফেলিতে লাগিল সারা ঘরে। মালতীব মুখের উপর আলো পড়িতেই সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল]

মালতী—কে?—(আলো জ্বালিল)

দীপক—চুপ, চেঁচাসনে, আমি দীপক।

মালতী—দাদা!

দীপক—(জানালার কাছে গিয়া পরীক্ষা করিয়া)—যাক্ জানালাগুলো

তাহলে বন্ধ করাই আছে। (মালতীর পরিত্যক্ত ইজি চেয়ারে শুইয়া পড়িয়া)—আঃ, বাঁচলুম। জানিস, সেই ভোর থেকে ঘোরা সুরু করেছি, এই এখন বিশ্রাম পেলাম। কি ভাল যে লাগছে—

মালতী—সেই সকাল বেলা বেরিয়েছ? খাওয়া দাওয়া হয়নি সারাদিন?

দীপক—আমার মত হতভাগার জন্যে কে আর থালা সাজিয়ে বসে আছে বল্? তবে একেবারে হয়নি বলবো না, রাস্তায় চার আনার মিষ্টি আর চার পয়সার শশা কিনে খেয়েছি। সেই সময় যদি একটা মুড়ির দোকান পেতাম, Nice হত!—কিন্তু এখন আবার খিদেটা জেগেছে রে মালু। দেখ, যদি কিছু খাওয়াতে পারিস বোন।

মালতী—তুমি বোস দাদা, আমি দেখছি।—(প্রস্থানোদ্যত)

দীপক—খুব তাড়াতাড়ি করবি কিন্তু, আর দেখ, মা-টা কেউ যেন জানতে না পারে আমি এসেছি। এক্ষুনি চেঁচামেচি করে একটা বিপদ বাধাবে।

[মালতী ভিতরে চলিয়া গেলে দীপক পকেট হইতে একখানি সুদীর্ঘ কাগজ বাহির করিয়া দাগ দিয়া পড়িতে লাগিল। এই সময় মালতী থালায় খাবার ও গ্লাসে জল লইয়া প্রবেশ করিল]

দীপক—(মালতীর দিকে নজর পড়ায়)—এই যে এসে গেছিস—(কাগজপত্র গুছাইয়া খাইতে খাইতে)—বাবা, মা, বিনু, মিনু সবাই ভাল আছে তো?

মালতী—এই এক রকম। তুমি ভাল আছো?

দীপক—শুনছিস সকাল থেকে একটানা হাঁটছি, একি খারাপ থাকার লক্ষণ?

মালতী—মা বোধ হয় এখনও ঘুমোয় নি দাদা, একবার ডেকে দেব ?

দীপক—আরে না, না, পাগল হয়েছিস ? মাকে ডাকলে এক্ষুনি একটা হৈ-চৈ করবে, বন্ধুরা তো আমার ওৎ পেতে বসেই আছেন কাছাকাছি। আমি তো যাবই, শেষে হয়তো তোরাও বিপদে পড়বি।

মালতী—ওকি খাও ভাল করে, কিছুই তো নেই, যা ছিল এনেছি।

দীপক—ও আর তোকে বলতে হবে না, যা এনেছিস, আমার পক্ষে তাই রাজভোগ ! আর রান্নাও কিন্তু সত্যি খাসা হয়েছে।—মার হাতের রান্না কিনা,—কতদিন পরে খেলাম।

মালতী—আচ্ছা দাদা, তুমি তো পালালে ! এত বড় সংসার কি করে চল্‌ছে, একটু ভাবনা হয় না তোমার ?

দীপক—ভাবনা ! পাগলী বোন ! আরে আমরা ভাবছি সারা দেশের জন্যে, সেই দেশের মধ্যে থেকে তোরা কি বাদ পড়েছিস ? তোদের দেখতে পারি না, এ আমার মস্ত বড় দুঃখ।···কিন্তু কথাটা কি জানিস ভাই, বড় কিছু পেতে হলে বড় কিছু দিতেই হয় !

[খাওয়া শেষ হইয়া গেল, গ্লাসে হাত ধুইয়া মালতীর হাত হইতে তোয়ালে লইয়া হাত মুছিয়া দীপক আবার চেয়ারে বসিল]

দীপক—আঃ, বেশ খাওয়া গেল। ভাগ্যিস তোর সঙ্গে দেখা হল। মনটা ভারি অস্থির হয়েছিল, তাই ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম। ভালই হল !

মালতী—তুমি কি এখনি চলে যাবে দাদা ?

দীপক—যেতে তো হবেই বোন। বেশীক্ষণ থাকলে লাভ তো কিছুই হবে না, ক্ষতি হবারই সম্ভাবনা। তবে একটা ভীষণ মুস্কিলে পড়েছি। আমাদের টাকার দরকার, যেখান থেকে পাবার কথা ছিল, সেখানে আজ

পাওয়া গেল না। অথচ এই টাকাটা নেবার জন্য আমায় কত দায়িত্ব নিয়ে আসতে হয়েছে।

মালতী—তাহলে এখন কি করবে?

দীপক—তাইতো ভাবছি। এবাড়ীতে থাকতে পারবো না, এখানে থাকলে খোঁজ আমার ওরা পাবেই। কিন্তু টাকাটা এমনি দরকার যে, না নিয়ে কলকাতা ছাড়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়—

মালতী—(একটু ভাবিয়া)—আচ্ছা দাদা, কতো টাকার তোমার দরকার? কতো টাকা হলে বিপদ এড়িয়ে চলে যেতে পারো তুমি?

দীপক—(হাল্কাভাবে)—তা জেনে তোর কি হবে রে? দিবি নাকি টাকাটা?

মালতী—তা তোমারই বোন তো আমি! তুমি জীবন দিচ্ছ, আমি না হয় টাকাটাই দিলাম।

দীপক—চমৎকার! তা দে, তোর কাছে থেকে নিচ্ছি, না হয় কমসম করেই নি। দে হাজার চারেক, ওতেই চালিয়ে নেব কষ্টেসিষ্টে—

মালতী—(ড্রয়ার খুলিয়া সুলতার দেওয়া পাঁচ হাজার টাকার নোটের তাড়াটি বাহির করিয়া)—চার হাজার নয়, ধর, কষ্টেসিষ্টে আর চালাতে হবে না, পাঁচ হাজার পুরোই দিলাম।—(অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে)···দেশটা একটু সকাল সকালই উদ্ধার করে দাও দাদা, তুমিও বাঁচ, আমিও বাঁচি।

দীপক—ব্যাপার কি রে? তুই যে আমাকেও অবাক করে দিলি। দেখে শুনে মনে হয় সংসার ভাল চলছে না? নগদ পাঁচ হাজার টাকা এক কথায় দিয়ে দিলি!

মালতী—একসঙ্গে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিলাম, অবাক হবারই কথা! এই প্রশ্নই মনে জাগা স্বাভাবিক যে সংসার যাদের চলে না, তাদের হাতে পাঁচ হাজার টাকা আসে কোথা থেকে!···কিন্তু তুমি ভয় পেয়োনা

দাদা, তোমারই ছোট বোন আমি। কোন অন্যায় আমি করবো না।—টাকাটা সৎকাজে লাগা দরকার, ভালই হ'ল !

দীপক—(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া)—যাকগে, এ টাকাটা ধার বলেই নিলাম মালু, পারলে নিশ্চয় ফিরিয়ে দেব !—(হাতঘড়ি দেখিয়া)—আচ্ছা, অনেক রাত হয়েছে, চলি এবার ভাই !

মালতী—দাদা, যেওনা দাঁড়াও। (ড্রয়ার হইতে চিঠি বাহির করিল) —এই চিঠিখানা দিচ্ছি, তোমার সাঙ্গ-পাঙ্গ কাউকে দিয়ে কালই ঠিকানায় পৌঁছে দিও।—পারবে না ?

দীপক—তা পারবো, তবে ঠিকানাটা একটু পরিষ্কার করে লিখে দিচ্ছিস তো ভাই, ঘোরাঘুরি করতে না হয় (ঠিকানা দেখিয়া)—একি গজানন সাধুখাঁ ! গজানন ইণ্ডাষ্ট্রিসের মালিক ! এঁর কাছে চিঠি।

মালতী—চিঠি নয়, এ একখানা এ্যাপ্লিকেশন, চাকরীর জন্য পাঠাচ্ছি।

দীপক—চাকরী ! কেন তোর কি এখন চাকরী নেই ?

মালতী—এখনও আছে, তবে থাকবে না। তাছাড়া যা আছে তার চেয়ে ভাল চাকরীর চেষ্টা করতেই বা দোষ কি ?

দীপক—না, তাতো ঠিকই। তুই বুদ্ধিমতী, যা করবি তাতে ভালই হবে। আচ্ছা ভাই, চলি, তাহলে—

[দীপক চলিয়া যাইবার সময় দরজা বন্ধ করিতে গিয়া একটু শব্দ করিয়া ফেলিল। ভিতর হইতে শিবনাথের গলা শোনা গেল]

শিবনাথ—কে, বাইরের ঘরে কে ?

মালতী—আমি বাবা ! (শিবনাথের প্রবেশ)—একি, এত রাত্রে তুমি আবার এলে কেন বাবা, শুয়ে পড়োনি কেন ?

শিবনাথ—ঘুম আসছে না মা, একটু বারান্দায় পায়চারী করছিলাম। কে এসেছিল মা, দরজা বন্ধ করবার শব্দ শুনলুম!

মালতী—বাবা,—ও···

শিবনাথ—তোর কোন বন্ধু বুঝি?

মালতী—না বাবা বন্ধু নয়—

শিবনাথ—তাহলে কোন পাওনাদার। তা আসতে পারে, ওদের তো রাত-বিরেত জ্ঞান নেই। কিন্তু এ অন্যায়, ভারি অন্যায়! আমি থাকতে তোর কাছে ওরা কেন আসবে? বিশেষতঃ এত রাত্রে! কে এসেছিল, বাড়ীওয়ালা বুঝি?···হুঁ, যত সব! ছোঁড়ার যেমন চেহারা, তেমনি বিদ্যে-বুদ্ধি। ওর বাপ কিন্তু খাসা মানুষ ছিল!···তা, তুই কি বললি মা?

মালতী—বাবা—

শিবনাথ—কিন্তু কোন কড়া কথা বলোনি তো মা! জানিস তো দিনকাল। তুমাসের ভাড়া পায়, উঠিয়ে দিলেই মুস্কিল। কলকাতায় আবার আজকাল বাড়ীও মেলে না!

মালতী—বাড়ীওলা নয় বাবা। দাদা এসেছিল।

শিবনাথ—(বিস্ময়াহত স্বরে)—কে? দীপু এসেছিল?

মালতী—হ্যাঁ বাবা।

শিবনাথ—এসে চলে গেল! আমার সঙ্গে দেখা করলে না। তোর মাকে একবার ডাকলি না—

মালতী—বললুম তো, দাদা যে বারণ করলে—

শিবনাথ—বারণ করলে! এত কষ্টে মানুষ করলুম,—শেষ বয়সে একবার চোখের দেখাও দেবেনা হতভাগা!···অকৃতজ্ঞ!

মালতী—ওর পেছনে যে লোক রয়েছে বাবা, কি করবে বল! দাদা বললে, বেশীক্ষণ থাকলে বা জানাজানি হয়ে গেলে বিপদ আছে!

শিবনাথ—সে আর ও বলবে কি, সে কি আর আমি জানি না! ও মরবে, তুই দেখিস মা, আগুন নিয়ে খেলা করছে, এমনি করেই একদিন মরবে ও—

মালতী—কিন্তু বাবা, দাদা তো অন্যায় কিছু করছে না, তুমি অতো দুঃখ কর কেন?

শিবনাথ—অন্যায় করছে না! ও কথা তুই বলিস নে মা। তোর মুখের ওকথা আমার বুকে শেল হানে!

মালতী—যাক্‌গে বাবা, ওসব কথা ভেবনা আর, রাত্তিরে তাহলে একটুও ঘুমুতে পারবে না!

শিবনাথ—(কিছুটা আপনমনে)—তুই যখন অফিস যাস, অফিস থেকে ফিরতে যখন রাত করিস, শুকনো মুখে সন্ধ্যেবেলায় যখন ঘরে ফিরে আসিস তুই, ওই হতভাগাকেই তো আমার সব চেয়ে বেশী করে মনে পড়ে!···তা দীপু কিছু বললে মা?

মালতী—কিছু বলেনি বাবা। এদিকে এসেছিল, আমাদের একটু খবর নিয়ে গেল—

শিবনাথ—শুধু খবর নিয়ে গেল, বাইরের লোকের মত আমরা কেমন আছি শুধু সেই খবর! বাড়ীর বড় ছেলে ও, এইতেই ওর কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেল! হায়-রে দেশ-সেবা! তোর নিজের মা যে এখানে না খেয়ে মরে হতভাগা—তাকে বাঁচায় কে? তাকে বাঁচায় কে—(ভিতরে যাইবার জন্য দুই এক পা গিয়াছেন এমন সময় ভিতর হইতে মহামায়ার চীৎকার শোনা গেল······)

মহামায়া—ওগো তুমি কোথায় গেলে, বিনু যে কি রকম করছে, মালু, ও মালু···বিনু···বিনু···

শিবনাথ—এ্যাঁ।···তোর মা হঠাৎ কেঁদে উঠলো কেন?

মালতী—আমি দেখছি বাবা…

[মালতী যাইবার আগেই মিনু ঘুম ভাঙ্গা চোখে প্রবেশ করিল]

মিনু—ছোটদা হঠাৎ কি রকম হয়ে গেছে, মা বড্ড ভয় পেয়েছে বাবা…

শিবনাথ—(উদ্বিগ্নভাবে)—একটা ডাক্তার, একটা ডাক্তার, কে আনবে, কে আনতে যাবে,—মিনু তুই পারিস মা, তুই পারিস—

মালতী—ও ছেলে মানুষ, ও কোথায় যাবে বাবা, আমিই যাচ্ছি…

শিবনাথ—তুই যাবি,…তুই,…এত রাত্তিরে…

মালতী—আর কে যাবে বাবা বল, আর কে আছে…

শিবনাথ—কেউ নেই, আমার কেউ নেই,…(মালতীকে জড়াইয়া)—মাগো, তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার এখন সব মা, তুইই এখন আমার সব……

—বিরাম—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গজানন সাধুখাঁর বাড়ী

[বড়লোকের বৈঠকখানা। চমৎকার সাজানো গোছানো। মণিবাবু নামক জনৈক ভদ্রলোকের সহিত গজানন সাধুখাঁ কথা কহিতেছিলেন।]

গজানন—আরে মশায়, ছেড়ে দিন ওসব বাজে কথা। ব্যবসা করতে নেমেছেন, বুকের পাটা নেই আপনার ?

মণিবাবু—সত্যি গজাননবাবু, to tell you frankly, আমি একটু নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি। যা গোলমালের দিন আজকাল—

গজানন—দূর মশায়, আপনার প্রজা ঠেঙিয়ে জমিদারী চালানই ভাল, ব্যবসা আপনার মত লোকের জন্য নয়। টিপিকাল বাঙ্গালী মশায় আপনি, কোথায় ভয় ঠিকানা নেই, এখনই কাঁপতে কাঁপতে মরে গেলেন।

মণিবাবু—তাহলে মালটা ধরেই নি, কি বলেন ?

গজানন—এ আবার জিজ্ঞাসা করছেন। এরকম দাঁও আর আসবে জীবনে ? ফেলে ছাড়িয়ে হাজার ত্রিশেক, বুঝলেন !—দশহাজার আপনার, বিশ হাজার আমার।

মণিবাবু—আমার শেয়ারটা কিন্তু আর একটু বেশী হলে ভাল হত, রিস্ক তো আমারই, খাতা পত্তর আমার নামে থাকবে যখন !

গজানন—আরে মশায়, রিস্ক থাকলে কি হবে, ইনভেষ্টমেণ্টটা যে আমার। পারেন তো ঘর থেকে টাকা বার করে করুন না আপনি একা কাজটা। তাছাড়া সুলুক সন্ধান সব কে রাখছে ? আমি না !

মণিবাবু—আজ্ঞে, তা তো বটেই।

গজানন—তাহলে!…যাক্‌গে, শেয়ার নিয়ে আর মন খারাপ করবেন না! দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়ুন, আর কিছু না হয় থোক্‌ ধরে দেব।…তবে একটা কথা। আমি যে এ ব্যাপারে জড়িত আছি, কখনও কারও কাছে একথা ঘুণাক্ষরে বলতে পারবেন না।…কি বলেন, আচ্ছা, ওই ঠিক রইল।

মণিবাবু—তাহলে আমি এখন যাই, কাল সকালে কাগজ পত্তর নিয়ে আর একবার আসবো। নমস্কার!

গজানন—নমস্কার।

[মণিবাবু চলিয়া যাইবার পর গজানন খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলেন, এমন সময় ভৃত্য মতি প্রবেশ করিল।

মতি—কাল সকালে যে মাইয়ালোক আসছিলেন, তিনি আবার আসছেন।

গজানন—কে?…ও, আচ্ছা এখানে পাঠিয়ে দাও।

[মতি চলিয়া গেল ও একটু পরে মালতী প্রবেশ করিল]

মালতী—নমস্কার।

গজানন—নমস্কার,—বসুন।

মালতী—আমার ওই আবেদনটার কিছু স্থির করলেন?

গজানন—দেখুন, ঠিক সুবিধেমত কাজ কোথাও খালি দেখছি না, খোঁজ নিয়েছিলাম। তবে যদি বলেন, একটা চাকরী আমি আপনাকে দিতে পারি!

মালতী—কোথায়?

গজানন—আমার একটা হাসপাতাল আছে দমদমায়। আপনাকে ওখানকার এ্যাসিসটেণ্ট সেক্রেটারীর কাজ দিতে পারি।

মালতী—হাসপাতালের এ্যাসিসটেণ্ট সেক্রেটারী !—কাজটা কি আমার পক্ষে ঠিক হবে ?

গজানন—খারাপও হবে না। এখন যিনি সেক্রেটারী আছেন তিনি বুড়ো মানুষ, হাসপাতালে মেটারনিটির কাজই বেশী হয়। আপনি কাজ বুঝে থাকলে সুবিধাই হবে।…কি বলেন, নেবেন কাজটা ?

মালতী—নেব। না নিয়ে আমার সত্যিই কোন উপায় নেই।

গজানন—কেন যে ছাড়লেন মিঃ রায়ের কাছে চাকরীটা! আপনাকে কাজ দিয়েছি জানলে মিঃ রায় হয়তো দুঃখিত হবেন।

মালতী—ওখানে আমার বাস্তবিক একটু অসুবিধা হচ্ছিল। সেদিন পার্টিতে আপনি যে কাগজখানা দিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল, ইচ্ছা করলে আমি আপনার কাছে চাকরী নিতে পারি। ওখানকার চেয়ে বেশী মাইনেও আপনি দিতে চেয়েছিলেন !

গজানন—থাক্‌গে ওসব কথা। সেদিন পার্টিতে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। মেজাজের মাথায় আপনাকে কথাটা বলে ফেললাম।…আচ্ছা, ওই কথা রইলো। মন দিয়ে কাজ করুন তাহলে !

মালতী—কবে জয়েন করবো ?

গজানন—কালই করুন না। এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার আমি আজই পাঠিয়ে দেব'খন।

মালতী—আচ্ছা !…আর দেখুন !

গজানন—আবার কি ?

মালতী—আর একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। এ কাজ কখন করতে হবে আর এর মাইনেটা কত একটু জানতে পারি যদি—

গজানন—কাজতো দুপুরে, অফিস টাইমে। অন্য সময়, আমি বলে

দেব, সেক্রেটারীই চালিয়ে নেবেন। ওঁর কোয়ার্টারও হাসপাতালের এ্যাড্‌জয়েনিং।···হ্যাঁ, আর কি বললেন ?

মালতী—মাইনেটা—

গজানন—ও, মাইনে এখন আপনি মাসে দুশো টাকা পাবেন।··· (হাসিতে হাসিতে)—অবশ্য এরপর কাজ দেখিয়ে আমায় যদি খুসী করতে পারেন, আমিও কি আপনাকে খুসী না করবো !···কি বলেন !

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রিয়বাবুর বাড়ী

[ড্রেসিং টেবিল ও সোফা-সেট সাজানো প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের ঘর, সুলতা একা বই পড়িতেছে। প্রিয়বাবু ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে একটু কাশিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন—]

সুলতা—(শব্দ পাইয়া)—ওকি দাদু, দাঁড়ালে কেন, এসো—

প্রিয়বাবু—না দিদি, অনুমতি নিলাম! হাজার হোক এটা ভদ্রমহিলার ড্রেসিং রুম! তা ভদ্রমহিলাটী এই সন্ধ্যেবেলা বাড়ীতে বসে কেন? (বসিতে বসিতে)—বেরোও নি আজ?

সুলতা—আজ আর বেরুইনি দাদু, কল্যাণী এসেছিল, এই গেল!

প্রিয়বাবু—তা যাক্, গোলমাল তো সব মিটলো দিদি, এবার কিন্তু আর দেরী নয়! আবার কোথা থেকে কি অঘটন ঘটবে,···মানুষের মন তো···

সুলতা—হুঁ মানুষের মন! মানুষ হলে মানুষের মন ঠিকই থাকতো দাদু!

প্রিয়বাবু—দিদি, আড়ালে রাজার মাকে ডান্ বলছো কিন্তু, বলে দেব সুবীরকে······

সুলতা—বলবে তো বয়েই গেল! ওর জন্যে আমায় কতো ছোট হতে হল! কোথাকার কে তার ঠিকানা নেই, তার কাছে দাঁড়াতে হল ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে! অন্যায় সে করলো তাকেই দিতে হল পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ!···এ দুঃখ আমার মলেও যাবে না···

প্রিয়বাবু—দিদি দুঃখ করিসনে! কথায় আছে Nothing unfair in love and war. যুদ্ধ জয় করলি, তুই তো বিজয়িনীরে—

সুলতা—কিন্তু দাদু, একাজ ও কেন করলো! যে কথা ও নিজে দিয়েছিল, সে কথা ও নিজেই ভাঙ্গলো কি করে···

প্রিয়বাবু—এই তো জগতের ধারা ভাই! হঠাৎ ফাগুনের হাওয়া এসে মন যখন ভাসিয়ে দেয়, প্রাণ তখন ছিঁড়ে উড়ে না গিয়ে পারে··

"ফাগুন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান,
আমার আপনহারা প্রাণ,
আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ।
তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্যে রঙ্ লাগলো আমার অকারণের সুখে।"

—তবে তুই যদি কাছে থাকতিস দিদি, নৌকা তাহলে নোঙর পেতো, এমনি দিশেহারা হয়ে ছুটতো না!

[ডাক্তার সাহেব প্রবেশ করিলেন, সাহেবী পোষাক,—মুখে পাইপ]

ডাক্তার—(ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে)···Hallo Darling!···বাবা!—(পাইপটা লুকাইয়া ফেলিলেন)

প্রিয়বাবু—আয়, বোস্!

ডাক্তার—না···না, বসবো না, আমি কলে যাচ্ছি!···হ্যাঁরে খুকি, তোদের ক্লাবের এ্যানিভারসারীটা কবে যেন—

সুলতা—কাল!

ডাক্তার—That's good, কাল সকালে একবার মনে করিয়ে দিবি, নইলে ভুলে আবার কোথাও এন্‌গেজমেণ্ট নিয়ে ফেলবো···(প্রস্থানোদ্যত)

সুলতা—একটু বোসোনা বাবা, এই তো এলে···

ডাক্তার—নারে খুকী যাই! কেসটা বড্ড সিরিয়াস! জানিস তো—A doctor's time is not his time—এই তো দাদু রয়েছে, দাদুর সঙ্গে গল্প কর, কেমন! [চলিয়া গেলেন]

প্রিয়বাবু—সাহেবের মেজাজ আজ বড্ড ভাল যে! হুঁ বুঝেছি, দিদির মুখে হাসি ফুটেছে কিনা, তাই!

সুলতা—আঃ, কি যে বল দাদু!

প্রিয়বাবু—ঠিকই বলি ভাই! আমার মত তুই যে ওরও প্রাণ! তোর বাবার বাইরেটাই ওরকম রে, ভেতরে কি যে নরম ও! তোর ঠাকুরমা যখন গেল ওর ফাইন্যাল পরীক্ষার তখন মোটে সাত মাস বাকী! ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে রোজ কি কান্নাটাই কাঁদতো! অথচ কত লোককে বলতে শুনেছি, কি পাষাণ ছেলে দেখ, মা মরে গেল, চোখে এক ফোঁটা জল নেই!

সুলতা—আচ্ছা দাদু, যে কথাই হয় দেখি, তুমি ঠিক যা হোক করে ঠাকুরমাকে টেনে আনো! যাই বলো দাদু, তুমি কিন্তু বড্ড স্ত্রৈণ!

প্রিয়বাবু—দিদি হয়নি তো এখনও, ও রস বুঝবে কি করে!—'বিরহে তন্ময়ং জগৎ!'—হারিয়েছি বলেই না তাকে এমনি করে খুঁজে মরছি···

"মিলনে আছিলে বাঁধা শুধু এক ঠাঁই,
বিরহে টুটিয়া বাধা,
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে
তোমায় দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।"

—[অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন

সুলতা—দাদু!

প্রিয়বাবু—(চমকাইয়া) অ্যাঁ,···(হাসিতে হাসিতে)—থাক্‌গে দিদি তুই যখন চাসনা, সুবীরকে না হয় বলে দেব লোক সমাজে তোর নাম সে যেন কখনও না করে!—লোকসানটা আড়ালেই পুষিয়ে নিস ভাই!··· কি বলিস!

তৃতীয় দৃশ্য

শিবনাথের বাড়ীর বারান্দা

[মহামায়া ও শিবনাথ কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিলেন, দুজনার মুখেই উৎকণ্ঠার ছাপ]

মহামায়া—একি হ'ল বলোতো ? ভগবানের কাছে আমরা কি দোষ করেছিলাম !

শিবনাথ—আঃ ! ওরকম করো না ! মালু ডাক্তার ডাকতে গেছে, এক্ষুনি ডাক্তার আসবে, তুমি যাও ততক্ষণ রুগীর কাছে বোসোগে—

মহামায়া—ভয়ে আমার হাত-পা আসছে না গো ! কাল থেকে বিনু মোটে কথা কইছে না ! ওখানে সারাক্ষণ ওর মুখের পানে চেয়ে আমি কেমন করে বসে থাকি !

শিবনাথ—এখন কে আছে ওর কাছে ?

মহামায়া—ওবাড়ীর দিদি বসে আছে ! হ্যাঁগা, বিনু বাঁচবে তো ?

শিবনাথ—সে তোমার কপালের জোর। বাঁচে ভালই, তবে আমার ছেলে, ওকে আমি খরচের ঘরে ফেলে দিয়েছি !

মহামায়া—না গো ওকথা বোলো না ! ওকথা বলতে নেই—

শিবনাথ—বলতে সবই আছে গিন্নি, আমার বলাবলিতে কিছু এসে যায় না ! দেখোনা বরাত ! সংসারের কর্ত্তা আমি, ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসে আছি ! বড় ছেলে দেশোদ্ধার করছে, ছোট ছেলে ওঘরে শ্বাস টানছে, অত বড় আইবুড়ো মেয়ে রোজগার করে আনছে, তাই চলছে সংসার, আর আমি বসে বসে সব দেখছি !

[মিনু প্রবেশ করিল]

মিনু—মা, শিগগির একবার ভেতরে যাও, পিসিমা ডাকছে—

মাহামায়া—সেকি গো, আবার কি হল ?

শিবনাথ—হয়নি কিছু বোধহয়, আর হলেই বা তুমি আমি কি করবো বল ? যাও দেখ !—চল আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে ! টাকা আনবার শক্তি গেছে, দাঁড়িয়ে সহ্য করবার শক্তি তো যায়নি,—চল !—সব সইতে পারবো আমি, সব সইতে পারবো—

[মহামায়া, মিনু ও শিবনাথ ভিতরে গেলেন। পরক্ষণেই ডাক্তারের সহিত মালতী প্রবেশ করিল]

মালতী—আসুন ডাক্তারবাবু—

[দুজনে ভিতরে চলিয়া গেলে মিনু পুনরায় আসিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে বসিয়া পড়িল। একটু পরেই মনোতোষ প্রবেশ করিল]

মনোতোষ—এই যে মিনু রয়েছো ! ছোট্‌দা কেমন আছে আজ ?

মিনু—মনোতোষদা—(কাঁদিয়া ফেলিল)

মনোতোষ—আরে কাঁদছো কেন ? এই দেখ,—কি হয়েছে বিনুর ?

মিনু—ছোট্‌দা ওরকম করছে কেন ?

মনোতোষ—কি করছে ?

মিনু—কি রকম করছে ! তাইতো দিদি ডাক্তার নিয়ে এল ! ছোট্‌দা কি বাঁচবে না ?

মনোতোষ—বাঁচবে, নিশ্চয়ই বাঁচবে ! ডাক্তারবাবু এসেছেন, বাঁচবে না কেন ? চলতো দেখি গিয়ে—(শিবনাথ প্রবেশ করিলেন)—এই যে কাকাবাবু ! আচ্ছা মিনু আমি যাচ্ছি এখুনি, তুমি যাও—

[মিনু চলিয়া গেল]

শিবনাথ—কে, মনোতোষ এলে ?

মনোতোষ—হ্যাঁ কাকাবাবু, বিনু কেমন আছে ?

শিবনাথ—খারাপ, খুব খারাপ ! আমার ছেলে যে, ওকি কখনও ভাল থাকতে পারে ?

মনোতোষ—না, না, আপনি উতলা হবেন না ! ডাক্তার এসেছেন, সামলে নেবে ঠিক !

শিবনাথ—আর সামলাবে ! মনোতোষ, আমি ছেলেমানুষ নই, বৃথা প্রবোধ দিতে এসো না আমায় ! ও থাকবে না ! দীপুও থাকতো না, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে যদি বেঁচে থাকে ! (পায়চারী করিতে করিতে) —তুমি বোঝো না মনোতোষ, অভিশপ্ত বাড়ী, তা নাহলে বাড়ীর কর্ত্তা বসে বসে সব দেখে, আর জোয়ান ছেলে চোখের সামনে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে মরে, বয়স্থা আইবুড়ো মেয়ে বাপকে পিণ্ডি গেলাবার জন্যে চাকরী করতে বেরোয়—(কান্নায় গলার স্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল)

[ডাক্তার ফিরিয়া আসিলেন]

মনোতোষ—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার—এ যাত্রায় সামলালো, তবে—

শিবনাথ—ওতেই হবে ডাক্তার ! ওতেই হবে। ওকে বাঁচাতে তুমি পারবে না ডাক্তার, যে কদিন পারো, তাই তোমার হাতযশ !

মনোতোষ—আচ্ছা কাকাবাবু, আমার আবার দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই, ভেতরে একটু দেখে আসি !—(ভিতরে গেল)

ডাক্তার—(শিবনাথের হাতে প্রেসক্রিপসন্ দিয়া)—এই প্রেসক্রিপসনটা রাখুন, ওষুধগুলো দুপুরেই আনিয়ে রাখবেন ! বিকেলে ইন্‌জেকসন দিতেই হবে !

শিবনাথ—(প্রেসক্রিপসনটার উপর চোখ বুলাইয়া)—কত দাম হবে এসব ওষুধের ?

ডাক্তার—ঠিক বলতে পারবো না! এই টাকা যাটেক—

শিবনাথ—ষাট টাকা!···আচ্ছা—

ডাক্তার—আমি এখন যাই, ওষুধগুলো আনিয়ে রাখবেন, বিকেলে আসবো!—(যাইতে যাইতে ফিরিয়া)—আর দেখুন, রোগীর জ্ঞান হচ্ছে, বেশী কথা কিন্তু বলতে দেবেন না ওকে—

শিবনাথ—সে আর আমাকে বলে কি হবে,—ওদের বলেছো?

ডাক্তার—হ্যাঁ বলেছি।···

[ডাক্তার চলিয়া গেলেন]

শিবনাথ—(প্রেসক্রিপসন দেখিতে দেখিতে)—ষাট টাকার ওষুধ আনতে হবে,···আজই দুপুরের মধ্যে!

[মিনুর প্রবেশ]

মিনু—বাবা, ডাক্তারবাবু কি প্রেসক্রিপসন দিয়ে গেছেন?

শিবনাথ—হ্যাঁ, এই যে—

মিনু—দিদি ওখানা চাইলে।

শিবনাথ—এই নাও—(মিনু প্রেসক্রিপসন্ লইয়া চলিয়া গেলে)—জলের মত টাকা খরচ হচ্ছে, ও পাবে কোথা থেকে আর! শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বনাশের কিছু বাকী থাকবে না!

[মালতী ও মনোতোষ প্রবেশ করিল]

মালতী—আমি একবার অফিসে যাচ্ছি বাবা, সকাল সকালই চলে আসবার চেষ্টা করবো—

শিবনাথ—আজ কি না গেলেই চলতো না মা?

মালতী—না বাবা, একবারটি যাই! কিছু টাকা আজ আনতেই হবে! প্রেসক্রিপসনের ওষুধগুলো, ডাক্তারের তিনটে ভিজিট! কিছু এ্যাডভান্স যদি পাই অফিস থেকে!—

মনোতোষ—নতুন চাকরীতে ঢুকতে না ঢুকতেই এ্যাডভান্স, দেবেতো ?

মালতী—দিক, না দিক, চেষ্টা তো করতেই হবে। আমাদের যা কিছু ছিল, তাতো গেছেই, তোমার কাছে যা ছিল, তাও নিয়েছি! আচ্ছা বাবা যাই—

শিবনাথ—এসো! (মালতী ও মনোতোষ কিছুটা অগ্রসর হইলে আর্ত্তস্বরে)—এ্যাডভান্স নিয়ে নাহয় আজ চললো, কিন্তু কাল! কাল যদি বিনু বাঁচে, কাল তুই কি করবি মা, কাল তুই কি করবি—

চতুর্থ দৃশ্য

গজানন সাধুখাঁর গদি

[গজানন টেলিফোনে কথা বলিতেছেন]

গজানন—···কে ! মিস সেন একমাসের মাইনে এ্যাডভান্স চাইছেন, দিলেন না আপনি, কেন ? ও, নতুন লোককে এ্যাডভান্স দেওয়ার নিয়ম নেই অফিসে !···কি বললেন, টাকার খুব দরকার, উনি এখানেই আসছেন, ···তাহলে তো ঠিকই আছে এ্যাকাউটেণ্টবাবু, ও আমিই একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি !···নমস্কার !—(টেলিফোন ছাড়িয়া দিয়া ডাকিলেন)—মতি !

[ভৃত্য মতির প্রবেশ]

এই খাতাটা সরকারমশায়কে দিয়ে এসো ।—আর শোনো, ফিসে এসে তুমি এখন ওই সিঁড়ির কাছে থেকো, ডাকলেই যেন পাই—

[মতি চলিয়া গেল । একটু পরে মালতী প্রবেশ করিল]

গজানন—(মালতীকে দেখিয়া)—আসুন, আসুন মিস সেন, এইমাত্র হাসপাতাল থেকে একাউটেণ্টবাবু ফোনে বললেন, আপনি আসছেন এখানে !···বসুন ।—(মালতী বসিলে)—তারপর ! হাসপাতালের কাজ ভাল লাগতে তো !

মালতী—ভালই !

গজানন—বহুৎ আচ্ছা ! কাজ মন দিয়ে করুন, আপনার সব দিক আমি ঠিক করে দেব !

মালতী—আমি নতুন লোক, যতটা পারি করছি—

গজানন—(হাসিয়া)—আরে পুরোনা কি কেউ একদিনে হয় ?

প্রথমটা নতুন থাকে সবাই ! ঠিক আছে !—হ্যাঁ, দেখুন, এ্যাকাউটেণ্টবাবু বললেন, আপনার নাকি টাকার দরকার ?

মালতী—হ্যাঁ, বড্ড দরকার ! আমার ছোটভায়ের খুব অসুখ !

গজানন—তবে তো দরকারই ! কিন্তু মুস্কিল এই, আপনি তো লেখা-পড়া শিখেছেন, বুঝবেন নিশ্চয়, আপনার সারভিস্ এখনও কনফারমড্ হয়নি, এই সবে এসেছেন, এরি মধ্যে এ্যাডভান্স—

মালতী—তাহলে কি হবে ?

গজানন—আচ্ছা টাকাটার দরকার খুব জরুরী ?

মালতী—আপনি জানেন না, আমার ভাই মৃত্যুশয্যায়, এই দেখুন প্রেসক্রিপসন, সঙ্গে এনেছি, আজ দুপুরেই কিনতে হবে ওষুধগুলো। বিকেলে ইনজেকসন না করলে ওকে বাঁচানো যাবে না !

গজানন—আ—হা—হা, তবেতো আপনি খুবই বিপদে পড়েছেন ! তা দেখুন, একটা ব্যবস্থা হতে পারে !

মালতী—পারে !···কি ?

গজানন—আমিই দিতে পারি ও-টাকাটা ! আফিস থেকে হবে না, নিয়ম নেই !—যদি বলেন—

মালতী—আপনি দেবেন ? তাই দিন !

গজানন—ভেবে দেখুন একটু—

মালতী—ভাববো আর কি ! আর ভাবতে পারছি না ! আপনি দিন দয়া করে ! আমি দুতিন মাসের মধ্যে যা করে হোক শোধ দিয়ে দেব।

গজানন—আরে, আরে, শোধ কে চাইছে। দুশো টাকা আপনাকে দেব, আর আবার শোধ—হাঃ হাঃ হাঃ, এই নিন—(ব্যাগ হইতে একশত টাকার দুখানি নোট দিলেন)

মালতী—কি যে বলবো ! আপনি আমায় দুঃসময়ে চাকরী দিয়েছেন, আবার এই উপকার করলেন—

গজানন—কিছু বলতে হবেনা মিস সেন, কিছু বলতে হবে না ।—আমি আপনার উপকার করলুম, আপনি আমার করবেন,—এই তো দুনিয়া—

মালতী—আমি তাহলে উঠি ! আজ আর অফিস করতে পারবো না ! ওষুধ কিনে নিয়ে বাড়ী যাই !

গজানন—(উঠিয়া)—নিশ্চয়, আজ আর আপিস কি জন্যে করবেন, বাড়ীতে অসুখ বলছেন !

মালতী—তাহলে আমি যাচ্ছি—

গজানন—(মালতীর পাশে আসিয়া)—মিস সেন, বিপদে আমার দ্বারা আপনার উপকার হল, মেহেরবানি করে মনে রাখবেন তো আমার কথা—

মালতী—(থমকিয়া একটু সরিয়া আসিয়া)—অ্যাঁ, কি বলছেন ?

গজানন—না, কিচ্ছু না,—এই আপনার ভাইয়ের অসুখ সেরে গেলে আমাকে একটু বন্ধু বলে খেয়াল করবেন ! এই আর কি—

মালতী—গজাননবাবু !—আপনিও—

গজানন—(হঠাৎ মালতীর হাত ধরিয়া)—হাঁ আমি ! কেন মিস সেন, আমি কি মানুষ নই ? আমি বলছি আপনাকে, আমার প্রতি একটু সদয় হোন, আমি আপনার—

মালতী—(বিদ্যুতস্পৃষ্টের মত সরিয়া গিয়া নোটগুলি গজাননের মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারিয়া)—চাইনা,—চাইনা আমি আপনার টাকা, —উঃ—

গজানন—হাঃ—হাঃ—হাঃ···টাকা চাইনা,···মাইনে, মাইনে তো চাই, কাজ তো করবেন এখানে—

মালতী—না তাও করবো না !···আপনি একটা···

গজানন—জানোয়ার! ঠিক! কিন্তু এ জানোয়ারের কত টাকা আছে জানেন? আপনার ভায়ের ভারি অসুখ বলছিলেন না?

মালতী—তাই তো, ওর জন্যেই তো আমায় এতো সইতে হচ্ছে! ও যদি ভাল হয়ে যায়—

গজানন—তাই তো বললুম মিস সেন! আমাকে একটু মেহেরবানি করুন, আমি চাঙ্গা করে তুলবো ওকে, যতো খরচ হোক!···কি!—(কাছে আসিয়া)—নিন, রাগারাগি করবেন না আর, নিন টাকাটা,—আরে টাকা জিনিষ, রাগ করলে চলে! আপনার ভাইয়ের এমন অসুখ—(টাকাটা হাতে গুঁজিয়া দিতে গেলেন)

মালতী—(উত্তেজিত ভাবে)—গজাননবাবু—(হঠাৎ তাঁহার গালে একটা চড় লাগাইয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে)—মরে যাক, মরে যাক, মরে যাক আমার ভাই, মরে যাক—

পঞ্চম দৃশ্য

শিবনাথের বাড়ী

[বাড়ীর ভিতর দিকের শয়ন ঘর। সামান্য আসবাবপত্র। মুমূর্ষু বিনু বিছানায় শুইয়া আছে, শিয়রে বসিয়া আছেন মহামায়া, মিনু পায়ের কাছে বসিয়া আছে, শিবনাথ বসিয়া আছেন একখানি চেয়ারে। বিকারের ঝোঁকে বিনু মাঝে মাঝে চেঁচাইয়া উঠিতেছে]

মহামায়া—কি করা যায় বলো তো! বড্ড বেশী ভুল বকছে যে! মালু তো এখনও এল না! ডাক্তারকেই বা খবর দেয় কে!

শিবনাথ—ডাক্তার এখুনি এসে পড়বে, নিজেই আসবে বলেছে! কিন্তু মালু না ফিরলে ওষুধের কি হবে! (বিনুর দিকে দৃষ্টি পড়ায়)—নাও দেখ ওকে—

বিনু—কে—কে এলি, সমীর! একটু দাঁড়া ভাই! এতবড় খেলা, আজ ভাল আছি, আজ নিশ্চয়ই খেলবো।—মাকে বলছি, মা,—ওমা—

মহামায়া—বিনু, বাবা, বিনু একটু চুপ কর্ বাবা…

বিনু—দিদি, দাদা তো এসে গেছে! আঃ, তুই তো বলেছিলি দাদা এলে আর চাকরী করবি না! আবার তবে বেরুচ্ছিস কেন? তুই চাকরী করলে বাবা দুঃখু পায়, দেখিস না! দিদি, যাসনে, দিদি—

শিবনাথ—(বিছানার কাছে গিয়া)—বিনু—(পায়চারী করিতে করিতে) দিদি চাকরী করলে তোর বাবা দুঃখ পায় বিনু, কিন্তু কেন দুঃখ পায় যদি জানতিস—

মহামায়া—হ্যাঁগা বিকেল তো হয়ে গেল! মালু বলে গেল শিগগির ফিরবে, এখনও আসছে না কেন?

শিবনাথ—কেন আসছে না সেই জানে! গিন্নি তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে! হয়তো টাকার জোগাড় করতে পারে নি—

মহামায়া—টাকা টাকা করেই মরে গেল মেয়েটা, এমন কপাল আমার! এই দেখ— [মহামায়া বিনুকে সামলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন]

বিনু—মিনু, এই মিনু, সন্ধ্যেবেলায় ঘুমিয়ে পড়লি কি! ওঠ্, আমি আজ মাইতে পেলুম রে! এক মাস হয়ে গেল চাকরী! দেখ্, দেখ্ তোর জন্যে কি এনেছি দেখ্—(অসাড় হইয়া পড়িল)

মিনু—ছোট্‌দা—

মহামায়া—বিনু, বিনু, (বিনুকে নিঃসাড় দেখিয়া)—ওগো সাড়া নেই যে বাছার!

শিবনাথ—একটু জোরে বাতাস করো মাথায়—(ডাক্তারের প্রবেশ)—এই যে ডাক্তার এসে গেছো, এসো—

মহামায়া—(ডাক্তার বিছানায় বসিলে)—আজ যে বড্ড ছটফট করছে ডাক্তারবাবু, আর মাঝে মাঝে এমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে!

ডাক্তার—ডিলিরিয়ামের ঝোঁক—(শিবনাথের দিকে চাহিয়া)—ওষুধগুলো আনিয়েছেন?

শিবনাথ—মালু প্রেসক্রিপসানটা নিয়ে গেছে, সে তো এখনও ফেরেনি—

ডাক্তার—কখন আসবেন কিছু বলে গেছেন?

শিবনাথ—বলে তো গেল শিগগিরই আসবে—

ডাক্তার—আচ্ছা দেখি—(বিনুকে পরীক্ষা করিতে করিতে মুখ গম্ভীর হইয়া গেল)—একি নাড়ী যে কোলাপস্ করছে—(আর একটু পরীক্ষা করিয়া নীচে নামিয়া পায়চারী করিতে করিতে)—আঃ,—It is getting late—বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে যে, এক্ষুণি ইনজেকসন দিতে না পারলে—(বাহিরের দিকে তাকাইয়া)—Thank god,—ওই যে আপনার মেয়ে আসছেন—(মুখ বাড়াইয়া)—শুনছেন, পা চলিয়ে একটু তাড়াতাড়ি আসুন—

[ডাক্তার বিছানায় বসিয়া পিছন ফিরিয়া বাক্স খুলিয়া ইনজেকসনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ধীর পদে মালতী ঘরে প্রবেশ করিল, ক্লান্ত উস্কোখুস্কো চেহারা]

ডাক্তার—কই, দিন ইনজেকসনের ফাইলটা,—একি, দিন—(দেরী হইতেছে বলিয়া ফিরিয়া)—কি হল ?

মালতী—(হতাশভাবে মাথা নাড়িল)

ডাক্তার—আনেন নি ? সে কি !

মহামায়া—কিন্তু ইনজেকসন না দিলে বিনু যে বাঁচবে না মা—

শিবনাথ—উঃ, ভগবান !

মালতী—ও ! আমি আবার যাচ্ছি—আমি আবার যাচ্ছি !—(মালতী ফিরিতেই সামনে দেখিল দীপক ঘরে ঢুকিতেছে)—দাদা, তুমি এসেছ ! আজ অন্য দিনের মত পালিও না দাদা, আজ একটু থেকো ! আজ তোমাকে বড্ড দরকার !···আমি ওষুধ আনতে যাচ্ছি !······

[ডাক্তার এতক্ষণ পরীক্ষা করিতেছিলেন, এইবার গম্ভীরভাবে বিনুর গায়ের চাদরটি মাথা পর্য্যন্ত ঢাকা দিতে দিতে]

ডাক্তার—থাক্, আর যেতে হবে না আপনাকে।···He is dead—

দীপক—Dead !

মহামায়া—বিনুরে—বাবা আমার—

[মহামায়া বিনুর বুকের উপর কাঁদিয়া পড়িলেন]

মালতী—বিনু চলে গেল বাবা,······ওঃ······

[অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল]

শিবনাথ—(তাড়াতাড়ি মালতীর কাছে গিয়া)—মালু, মা আমার !··· ওরে দীপু, তোর মাকে দেখ্,······ডাক্তার,···ডাক্তার এসো, যে গেছে সে তো গেছেই,—যে যায়নি তাকে ফেরাও ডাক্তার, তাকে ফেরাও—

—শেষ—